NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সৌর মিশন আদিত্য-এল১ এর সফল উৎক্ষেপণ

মেট্রোর জন্য রাস্তা আটকে কাজের অনুমতি ২

কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৬ ভাদ্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৮৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 3.9.2023, Vol.17, Issue No.84, 8 Pages, Price 3.00

তিন মাসের মধ্যে মহকুমা হবে ধূপগুড়ি, ঘোষণা অভিষেকের

সরব বিজেপি-কংগ্রেস

‘ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে গ্যাসের দাম হবে ৫০০ টাকা’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধূপগুড়ি: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে গ্যাসের দাম কমে হবে ৫০০ টাকা। অভিষেকের এই মন্তব্য নিয়ে খোঁচা দিল বিজেপি। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, আগে রাজ্যে বেকারদের চাকরি দিয়ে দেখান উনি। উপনির্বাচনের প্রচারে শনিবার ধূপগুড়িতে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভামঞ্চ থেকেই একাধিক প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা যায় তাঁকে। গ্যাসের দাম নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, ‘গণতন্ত্রে মানুষের থেকে ক্ষমতাশালী কেউ নয়। একুশের নির্বাচনে বাংলায় তৃণমূল জিতেছিল, বিজেপি হেরেছিল। তারপরই পেট্রোল, ডিজেলের দাম কমেছিল। আর বিজেপি জিতলে কী হবে? এই যে গ্যাসের দাম ২০০ টাকা কমিয়েছে। চব্বিশের নির্বাচনে এরা জিতলে রান্নার গ্যাস ৩০০০ টাকা হবে। আর ইন্ডিয়া জোট জিতলে কী হবে? রান্নার গ্যাসের দাম ৫০০ টাকায় এসে নামবে। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। কথা দিলে কথা রাখি।’ অভিষেকের এই প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘এই কথাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। উনি আগে বিদ্যুতের বিল কমান। উনি আগে ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। গ্যাসের দাম ৫০০ টাকা করার আগে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে তারপর এই কথা বলুন।’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধূপগুড়ি: ৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়িতে উপনির্বাচন। মাঝে আর মাত্র ২ দিন। শেষ বেলার প্রচারে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। শনিবার ধূপগুড়িতে প্রচারে গিয়ে সরাসরি বিজেপিকে তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধূপগুড়িকে পৃথক মহকুমা করা হবে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। আদর্শ আচরণবিধি লাগু থাকা অবস্থায় ভোট প্রচারে গিয়ে এমন ঘোষণা করা যায় কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছে বাম-বিজেপি।

এদিন ধূপগুড়িতে প্রচারে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধূপগুড়ি মহকুমা হবে। আমি কথা দিয়ে গেলাম। ৩ মাসের মধ্যে ধূপগুড়িকে মহকুমা করার দায়-দায়িত্ব এই সভা থেকে আমি কাঁধে তুলে নিলাম।’ ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করার দাবি অনেকদিনের। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও এই দাবি উঠেছিল। এবার উপনির্বাচনের প্রাক্কালেও একই দাবিতে সরব হয়েছে একাধিক সংগঠন। তবে ভোটের প্রচারে গিয়ে অভিষেকের এই ঘোষণা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

অভিষেকের এই ঘোষণা নিয়ে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘উনি একজন সাংসদ। মন্ত্রীও নন, মুখ্যমন্ত্রীও নন। উনি ভোট প্রচারে এসে ঘোষণা করলেন, ধূপগুড়িকে পৃথক মহকুমা করা হবে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। এটা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীও এই ঘোষণা করতে পারেন না। এটা কি সাংসদের কাজ নাকি? এটা বেআইনি। আর আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর এটা ঘোষণা করা যায় না। এটা নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত। মুখ্যমন্ত্রীও ২ বছর আগে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, কিছু হয়নি।’

বামেদের মতো অভিষেকের মন্তব্যের সমালোচনা করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘আড়াই বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীও এটা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, তিনি তা করেননি। এখন ভাইপো ঘোষণা করছেন। ধূপগুড়িতে কী হতে চলেছে, তা আঁচ পেয়ে এমন ঘোষণা করছেন। কিন্তু, তিনি সরকারের কে? আর আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর কোনও নেতা এই ঘোষণা করতে পারেন না।’

ফের এক ঐতিহাসিক সাফল্য ইসরোর

সূর্যের পথে পাড়ি দিল আদিত্য এল-১

শ্রীহরিকোটা, ২ সেপ্টেম্বর: ফের এক ঐতিহাসিক সাফল্য ইসরোর। তৈরি হল আরও এক ইতিহাস। সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে স্পেস সেন্টার থেকে সতীশ ধাওয়ান সফলভাবে সূর্যের পথে পাড়ি জমাল ইসরোর সূর্য-যান আদিত্য-এল ১।

শনিবার ২ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় আদিত্য-এল১-কে। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার লঞ্চিং প্যাড থেকে সূর্যের উদ্দেশে রওনা দেয় এই মহাকাশযান। এর আগে সকাল ১১টা ২০ মিনিট থেকে লাইভ স্ট্রিমিং সম্প্রচার শুরু করে ইসরো।

সূর্যের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আদিত্য-এল১ উপগ্রহটিকে মহাকাশে পাঠানো হল। প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ কিলোমিটার ভ্রমণ করে গন্তব্যে পৌঁছবে এই মহাকাশযানটি। এই গন্তব্যে পৌঁছতে আদিত্যর সময় লাগবে মোটামুটি চার মাস। আদিত্য-এল১ হল সূর্যের দিকে পাঠানো প্রথম মহাকাশযান। সূর্যের অপর নাম আদিত্য। সেই কারণেই এই মহাকাশযানের নাম রাখা হয়েছে ‘আদিত্য’।

মহাকাশযানটিকে বহন করে নিয়ে গেল ভারতীয় রকেট ‘পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল’ বা পিএসএলভি সি-৫৭। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, মহাকাশযানটিকে সূর্য-পৃথিবীর হ্যালো কক্ষপথের ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট বা এল-১ পয়েন্টে বসানো হবে।

উৎক্ষেপণের দিন থেকে শুরু করে ১৬ দিন পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে এই আদিত্য-এল ১। ১৬ দিনে সূর্যের দিকে রওনা দেওয়ার জন্য আদিত্য পাঁচটি ধাপে গতিবেগ বাড়াবে। ১১০ দিন পর সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করবে। তারপর নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করবে। ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টে সূর্য ও পৃথিবীর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল একসঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে এই অঞ্চলে স্যাটেলাইটটি স্থির থেকে সূর্যকে অধ্যয়ন করতে পারবে। মহাকাশের পরিবেশ, আবহাওয়ায় সূর্যের কী প্রভাব পড়ে সেই সব তথ্য জানার চেষ্টা করবে সূর্যযান আদিত্য-এল১।

ইসরোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে আদিত্য-এল ১ মিশনের জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় ৩৭৮.৫৩ কোটি টাকা। উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। এবার সমগ্র মিশটি সফল হলে সৌরঝড়ের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে ইসরো। সূর্যের আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাবও বুঝতে সাহায্য করবে আদিত্য-এল১। এই মিশনের মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করছে বিজ্ঞানী মহল। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আদিত্য-এল ১ যানটিতে মোট সাতটি পেলোড থাকবে। এগুলি সূর্যের বিভিন্ন স্তর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দিনরাত এক করে বিগত কয়েক বছর ধরেই এই মহাকাশ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। ইসরোর সূর্যযান উৎক্ষেপণের একবারে সামনে থেকে বসে দেখার সুযোগ পেয়েছে পঞ্জাবের একটি সরকারি স্কুলের ২৩ পড়ুয়া।

বিজ্ঞানীদের পরিশ্রমকে কুর্নিশ মোদির

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর: আদিত্য এল-১-এর সফল উৎক্ষেপণে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-কে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য তাঁকে আপ্লুত করেছিল। ইসরো-র দপ্তরে গিয়ে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন তিনি। এবার সূর্য-যানের সাফল্যে ফের একবার প্রশংসা মোদির। ভারতের যে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রমশ উত্তরণ হচ্ছে, সে কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি। শনিবার সকাল ১১ টা ৫০ মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে আদিত্য এল-১ নিয়ে উড়ে গিয়েছে ইসরোর পিএসএলভি। ইতিমধ্যেই রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সেই মহাকাশযান। এরপরই টুইটার তথা এক্স মাধ্যমে ইসরো-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে অবগত হতে ও সমগ্র মানবাতির কল্যাণের পথে আমাদের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম জারি থাকবে। চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যের পরও জারি ভারতের মহাকাশ অভিযান।’ উল্লেখ্য, এটাই ভারতের প্রথম সূর্যে অভিযান।

বৃষ্টিই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ভারত-পাক দ্বৈরথে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপের যে ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকেন সবাই-ই সেই ভারত-পাক দ্বৈরথে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বৃষ্টি। কারণ, খেলা শুরুর প্রথম থেকেই প্রশ্ন ছিল আদৌ খেলা হওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকবে কি না ক্যান্ডিতে। হলও তাই। ভারতের ব্যাটিংয়ের পর পাক দলকে ব্যাট করার সুযোগ-ই দিল না বৃষ্টি। তবে এতে সুবিধা হল পাকিস্তানেরই। কারণ, পয়েন্ট ভাগ হওয়ায় সুপার ফোরে প্রবেশ করল তারা।

এদিকে এদিন ভারত টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৮.৫ ওভার খেলে ২৬৬ রানে অলআউট হয়। বৃষ্টি ভেজা স্যাঁতসেতে আবহাওয়াকে পুরো কাজে লাগান পাক পেসাররা। ভারতের ১০টি উইকেট-ই যায় তাঁদের ঝুলিতে। এদিন প্রথম থেকেই ভারতের ব্যাটিং যেন বেশ একটু নড়বড়েই ছিল। তবে ওয়ান-ডের মতো খেলায় যে কোনও একটা জুটি ম্যাচের রং যে ঘুরিয়ে দিতে পারে তা আরও একবার প্রমাণ করে দেখালেন হার্দিক পাণ্ডিয়া আর ইশান কিষাণের জুটি। ইশান কিষাণের ৮২ আর হার্দিকের ৮৭-এর জোরে মোটামুটি পাকিস্তানকে একটা চ্যালেঞ্জ জানানোর স্কোর খাড়া করে ভারত।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

হুমকি চিঠি পেয়ে ইস্তফার ইচ্ছাপ্রকাশ যাদবপুরের রেজিস্ট্রারের

উপাচার্যের অনুরোধে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুমকি চিঠি নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। যদিও ইস্তফা দেওয়ার খবরটিকে ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন স্বয়ং রেজিস্ট্রার। জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতিতে ইস্তফা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। যা ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এর মধ্যে এই হুমকি চিঠি ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়। ওই চিঠি পেয়ে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে জানান রেজিস্ট্রার। স্নেহমঞ্জুর দাবি, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিঠির বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয় যাদবপুর থানায়। তার প্রেক্ষিতেই শনিবার মামল রুজু করেছে পুলিশ। যাদবপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬, ৫০৯ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

শনিবার উপাচার্য বলেন, ‘হুমকি চিঠি পাওয়ার পর উনি (রেজিস্ট্রার) ভেঙে পড়েন। চিঠিতে অশ্রাব্য গালিগালাজ ছাড়াও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। উনি আমায় একটি চিঠি পাঠান। শুক্রবার দেখি মেলও করেছেন।’ উপাচার্য জানান, ‘আমি ওঁকে বলি হুমকি তো যাকে খুশি দিতে পারে। তা হলে সবাই (দায়িত্ব) ছেড়ে দিলে কী করে হবে? আপনার যদি নিরাপত্তা লাগে, আমরা দেব।’ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল যে, রেজিস্ট্রার ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে চিঠি দিলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। উপাচার্যের কথায় এই বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে।

উল্লেখ্য, হুমকি চিঠি নিয়ে নয়া বিতর্ক দেখা দিয়েছে যাদবপুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় হুমকি চিঠি পান স্নেহমঞ্জু এবং যুগ্ম রেজিস্ট্রার সঞ্জয় গোপাল সরকার। দু’টি পোস্টকার্ডে লেখা চিঠি দু’টির প্রেরক হিসেবে নাম ছিল অধ্যাপক রানা রায়ের। চিঠি দু’টিতে প্রথমেই দু’জনকে লেখার অযোগ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। তারপর হুমকি দিয়ে বলা হয়, ‘পুলিশ মিথ্যে মামলায় সৌরভকে ফাঁসাচ্ছে। সৌরভ চৌধুরীর গায়ে একটা আঁচড় পড়লে তোমাদের জীবন শেষ করে দেব। রিভলভারের একটি গুলিই যথেষ্ট।’ এর পরেই যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’জনের কাছেই তদন্তকারীরা জানতে চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই নামে কোনও অধ্যাপক রয়েছেন কি না। স্নেহমঞ্জু এবং সঞ্জয় দু’জনে জানান, এই নামে কোনও অধ্যাপক নেই। এর পরেই চিঠির প্রেরকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

শহরে টানা বৃষ্টিতে কিছুটা কমল ভাদ্রের ভ্যাপসা গরম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘণ্টাখানেকের টানা বৃষ্টিতে শহরের অধিকাংশ রাস্তা জলমগ্ন, সমস্যায় নিত্যযাত্রী এবং পথচারীরা। ভাদ্র মাসের ভ্যাপসা গরমে কাহিল কলকাতা। এর মাঝেই চলছে বৃষ্টিও। শনিবার দফায় দফায় ভিজেছে শহর। তবে এই বৃষ্টির পরও গরমের হাত থেকে রেহাই মিলবে কি না, তার উত্তর শনিবার হাওয়া অফিস জানিয়ে দিল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তবে শনিবার নয়, আজ থেকে গরম খানিকটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা-সহ আশপাশের জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। শনিবার সকাল থেকে আকাশের মুখভার ছিল। বেলা গড়াতেই শহরের বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, কোথাও আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টির কারণে অফিসযাত্রীরাও সমস্যায় পড়েছেন। হাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল, শনিবার পর্যন্ত কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে বজ্রপাতের পূর্বাভাসও জারি করা হয়েছিল। আপাতত আবহাওয়ায় বড় কোনও বদল হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে আলিপুর। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। তার প্রভাবেই এই বৃষ্টি। তবে স্থানীয় ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘও বৃষ্টির অন্যতম কারণ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আজ দক্ষিণবঙ্গের ছ’টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণাবর্তের কারণে ভিজতে পারে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নদিয়ার কিছু অংশ। ওই জেলাগুলিতে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতে সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কমতে পারে। শনি এবং রবিবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বালেশ্বর: সিবিআই চার্জশিট

ভুবনেশ্বর, ২ সেপ্টেম্বর: বালেশ্বরে যে ট্রেন দুর্ঘটনা মামলায় শনিবার রেলওয়ের তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল সিবিআই। ২ জুনের এই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে, আগেই ওই তিন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত হত্যা এবং প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ করছে সিবিআই। এদিন ভুবনেশ্বরের বিশেষ সিবিআই আদালতে এই মামলার চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। অনিচ্ছাকৃত হত্যা এবং প্রমাণ লোপাটের পাশাপাশি রেলওয়ের আইনের ১৫৩ ধারাতেও অভিযুক্ত করা হয়েছে ওই তিন রেল আধিকারিককে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

কলকাতায় ফের ডেঙ্গুর বলি এক

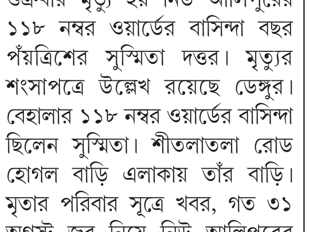

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ফের এক ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু। সূত্রে খবর, শুক্রবার মৃত্যু হয় নিউ আলিপুরের ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বছর পঁয়ত্রিশের সুস্মিতা দত্তর। মৃত্যুর শংসাপত্রে উল্লেখ রয়েছে ডেঙ্গুর। বেহালার ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন সুস্মিতা। শীতলাতলা রোড হোগল বাড়ি এলাকায় তাঁর বাড়ি। মৃতার পরিবার সূত্রে খবর, গত ৩১ অগস্ট জ্বর নিয়ে নিউ আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সুস্মিতাকে। অবস্থার অবনতি হলে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। এরপর সেখান থেকে পরিবারের লোকজন নিয়ে যান এক নার্সিংহোমে। এরপর সেখানেই ডেঙ্গুর নমুনা পরীক্ষা করানো হয়। রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ভেন্টিলেশনে দিতে হয় তাঁকে। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় মারা যান তিনি।

‘এক দেশ, এক নির্বাচন’, ৮ সদস্যের কমিটি কেন্দ্রর

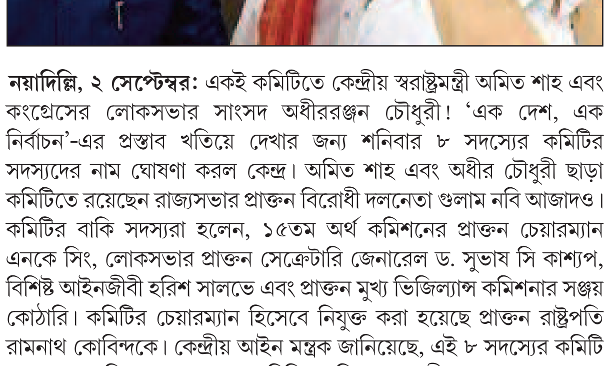

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর: একই কমিটিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী! ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’-এর প্রস্তাব খতিয়ে দেখার জন্য শনিবার ৮ সদস্যের কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করল কেন্দ্র। অমিত শাহ এবং অধীর চৌধুরী ছাড়া কমিটিতে রয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা গুলাম নবি আজাদও। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, ১৫তম অর্থ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এনকে সিং, লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল ড. সুভাষ সি কাশ্যপ, বিশিষ্ট আইনজীবী হরিশ সালভে এবং প্রাক্তন মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনার সঞ্জয় কোঠারি। কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ৮ সদস্যের কমিটি ভারতের সংবিধান এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ বিধানের অধীনে লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা, পুরসভা এবং পঞ্চায়েত স্তরে একযোগে নির্বাচন করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। তার জন্য সংবিধান, ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং অন্যান্য আইনের নির্দিষ্ট সংশোধনীর সুপারিশ করবে। সংবিধানের সংশোধনগুলির জন্য রাজ্যগুলির অনুমোদনের প্রয়োজন হবে কিনা, তা পরীক্ষা করে সুপারিশ করবে কমিটি। নির্বাচনের ফল ত্রিশঙ্কু হলে, অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলে, দলত্যাগের মতো ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করা হবে, সেই বিষয়েও সুপারিশ করবে এই কমিটি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ) আদালত, নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া

মিস প্রবেট কেস নং-০৫ / ২০২১

দরখাস্তকারী- বিমল কুমার হোড়
পিতা মৃত বীরেন্দ্র কুমার হোড়
সাং- বোস পাড়া রোড, পোঃ ও থানা নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগনকে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী বীরেন্দ্র কুমার হোড়ের ত্যক্ত উইলের প্রোবেট লইবার জন্য অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষনে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ মৌজা ২০ নবদ্বীপ, মধ্যে নবদ্বীপ পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ওলাদেবী তলা রোডস্থিত ৯৪/১ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি। যাহার মৌজা- ২০ নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আর.এস.-৩৪৩, দাগ নং আর.এস.-৪২৯৫, পরিমান ৬.৬০ শতক, বাংলা মতে ৪ কাঠা

আদালতের আদেশানুসারে
Ripan Majumder
Sheristader
Civil Jugde (Jr.Dv.) Court
Nabadwip Nadia
29.08.23

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া

২০২২ সালের ৯৬ নং এ্যাক্ট ৩৯ কেস

শ্রীমতি সুনিতা সিং, স্বামী-শ্রী অভিষেক সিং, সাং- আর্য্য সমাজ, পোঃ-ভাটপাড়া, থানা- নৈহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা।
... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে- অত্র দরখাস্তকারী বিজয় সিং, পিতা-ˆ দুখী সিং, সাং-চক বাঁশবেড়িয়া, মন্দিরতলা, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা-হুগলীর ১১/৭/২০১৯ তারিখে সম্পাদিত উইলের প্রবেট লইবার জন্য উক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। জেলা- হুগলী, থানা- মগরা, মৌজা- চকবাঁশবেড়িয়া, জে. এল. নং ৫২, এল. আর. খতিয়ান নং- ২১৯, আর. এস. দাগ এবং এল. আর. দাগ নং- যথাক্রমে- ৮৮/১১৪৬, ৩৯/১১৪৬, ৮৭/১১৫৫ এবং উহাদের পরিমান হইতেছে যথাক্রমে - ৪.৫০ শতক, ০৩ শতক ও ৩ কাঠা এবং উহাদের শ্রেণী হইতেছে বাস্তু যাহা অত্র উইলের বিষয় বস্তু হইতেছে। পুনরায় এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত বিজয় সিং -এর উইলের ব্যাপারে কাহারোও কোনও আপত্তি থাকিলে তাহা তিনি উপরোক্ত আদালতে আসিয়া স্বয়ং ও ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মারফত আপত্তি জানাইবেন, না হইলে উক্ত দরখাস্তকারীর- পক্ষে একতরফা ডিক্রি প্রচার হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
(কুনাল বোলেল)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate, Hooghly.

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২২ S.D.E.M. সদর হুগলী, কোর্টে ৩২ নং এফিডেভিট বলে Sekh Golam Mostafa S/o. Sekh Sahajamal Patowar ও SK. Golam Mostafa S/o. Jamal, Sekh Sahajamal Patwar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

জমি-বিক্রয়

বনগাঁ উঃ ২৪ পঃ সন্নিকটে প্রায় ২ বিঘা জমি বিক্রয় আছে।
যোগাযোগ ঃ ৮৭৬৭১৯৬৩৪৯

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Judge, Midnapore, Dist- Paschim Medinipur
Ref : J. Misc Case No- 06/2023

শ্রী হারাধন মির্দ্ধ্যা প্রঃ দীপক কুমার মিদ্ধ্যা ...দরখাস্তকারী

-বনাম-

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়নগড় থানার অন্তর্গত নারায়নগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এর এলাকাধীন চাতুরীভাড়া মৌজার অধিবাসীবৃন্দ ...প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়গড় থানার অন্তর্গত নারায়নগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এর এলাকাধীন চাতুরীভাড়া মৌজার সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তির তপশীল বর্নিত সম্পত্তি নাবালক শ্রী শিবশংকর মির্দ্ধা এর সম্পত্তি হেতু উক্ত নাবালকের স্বার্থে ও হিতার্থে তাহার পিতা শ্রী হারাধন মির্দ্ধ্যা প্রঃ দীপক কুমা মির্দ্ধ্যা বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনায় অত্র J. Misc- 06/2023 নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে স্বয়ং কিংবা আইনজীবি নিয়োগে আপত্তি প্রদান করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল বর্ননা

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও A.D.S.R. অফিস-নারায়নগড় এর অন্তর্গত ২৬৯ নং জে. এল. ভুক্ত মৌজা-চাতুরীভাড়া।
হাল খতিয়ান নং-৫২৭

হাল দাগ নং	রকম	পরিমান
৬৬	জল সোয়েম	মোঃ-২০ ডেঃ মাত্র।
৮৬	জল সোয়েম	মোঃ-২০ ডেঃ মাত্র।

অনুমত্যানুসারে
Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার
মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর ।
৩০-৮-২৩

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩ রা সেপ্টেম্বর। ১৬ ই ভাদ্র। চতুর্থী তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তোরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাণিজ্যে ধন লাভ নিশ্চিত। বাণিজ্যের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন বা যন্ত্রাংশ বিক্রির ব্যবসা করেন তাদের শুভ ।যারা প্রশাসনিক কর্মে রয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী সহ সুন্দর অবস্থান ।ভগবান শ্রী গনেশ জী চরণে দুর্বা দিন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : যারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য এবং বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ ।প্রেমিক যুগল, অতীব শুভ দিন, ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যারা লেখালেখি করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহায়তা লাভ। প্রবীন নাগরিকের শরীর সুস্থতার দিকে । মহাশক্তি মা কলী মন্ত্র উচ্চারণ শুভ।

মিথুন রাশি : নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। বিক্রয় প্রতিনিধিদের দিনটি শুভ যাবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। তৃতীয় ব্যক্তির সাথে যে বিবাদ ছিল আজ তা মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই ভালো। আজ নতুন এক সম্ভাবনাময় দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ভগবান শিবের চরণে বেলপাতা প্রদান।

কর্কট রাশি : পুরাতন বন্ধু বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। পরিবারের সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ ছিল, তা সমস্যা সমাধানের দিকে যাবে। কোন আইনের লড়াইয়ে আপনি প্রবীণ মানুষের সহায়তা পাবেন। সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যদি ইমারতীর দ্রব্য বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তবে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : যারা কর্মের অনুসন্ধানে আছেন তাদের আজকের দিনটি শুভ নয় ।ব্যাংক ইন্সুরেন্সে দৌড়াদৌড়ি হবে, ছুটোছুটি হবে কিন্তু কাজটি না হওয়ার যোগ। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে যে পাকা কথা হওয়ার ছিল তা বাধা পড়বে। সম্পত্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে, ভগবান শ্রী নারায়ন দেবের চরণে ১০৮ তুলসী দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শুভ যোগাযোগ হবে। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। গৃহবধূ ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অতীব শুভ দিন। বিবাদের আশঙ্কা আছে তবে ধৈর্য সহ কথা শুনলে, বিবাদের আশঙ্কা নেই ।যারা বস্ত্রের ব্যবসায়ী তাদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসীপত্র দিয়ে পূজা পাঠ করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে, পুরাতন বান্ধবের থেকে। আজ সতর্ক থাকতে হবে, বাণিজ্য বিষয়ে। যে মানুষটি কথা দিয়েছিলেন নতুন কিছু শুরু করার সেই বিষয় কোন বাধা পড়বে। কোন কিছু না পড়ে সই করা যাবে না। বিদ্যার্থীরা ধৈর্য ধরো, শুভ দিন আসন্ন। যারা ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাদের ধৈর্য ধরা শুভ। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে দূর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। প্রবীণ দ্বারা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি প্রবল সম্ভাবনা। যারা বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করেন, তাদের নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা । মা দুর্গার চরণে নারিকেল প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : শুভদিন। যে বান্ধবের দ্বারা কাজটি হওয়ার কথা ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছোট ভাই বা পরিবারে কনিষ্ঠ স্বজন দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি তা পালন করার জন্য অর্থ প্রাপ্তি সম্ভাবনা। মা দুর্গার চরনে লাল পুষ্প দান করুন।

মকর রাশি : যারা গাড়ির যন্ত্রাংশ ব্যবসা করেন, তাদের শুভ দিন। যারা গাড়ি কেনা বেচা করেন তাদেরও শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ দিন। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সহায়তা লাভ অনাত্মীয় প্রতিবেশী দ্বারা সহায়তা লাভ। প্রতিদিন শনি মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : সামান্য তর্ক-বিতর্ক হবে। মানসিক ভাবে শক্তিশালী হলে এই বিতর্ক দানা বাঁধবে না। এক বান্ধবীর দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ আছে। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য প্রয়োজন। যারা খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের আজ রিস্ক না নেওয়া শুভ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্লপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : এগিয়ে চলুন, এক নতুন সংযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাড়ির সম্পত্তি ভূমি বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য শুভ দিন। সন্তানের কোন চাহিদা পূরণ করতে পারেন। ধৈর্য ধরুন আগামীতেও শুভ ফল পাবেন। ভগবান গনেশ জী চরণে দূর্বা দিন, হলুদ রঙের লাড্ডু প্রসাদ রূপে দিন ভালো হবে।

(আজ মহানায়ক উত্তম কুমার র ভূমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

মেট্রোর জন্য রাস্তা আটকে কাজের অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন,কলকাতা: রাজারহাট মেট্রো করিডরে কবি সুভাষ-বিমানবন্দর মেট্রো পথের কাজ আরও একধাপ এগোতে চলেছে। মেট্রোর কাজের জন্য রাস্তা বন্ধ রাখার অনুমতি মিলল। ট্রাফিক পুলিশ ৬০দিনের জন্য ইএম বাইপাসের পশ্চিম পাশে রাস্তা আটকে কাজের অনুমতি দিয়েছে। এই সড়ক অবরোধের অনুমমতি মিলেছে পিয়ার নম্বর ১৬৬ থেকে ১৬৭ পর্যন্ত কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের কাছে। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের তরফ থেকে এ ব্যাপারে অনুমতি পত্র রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড অফিসে পৌঁছেছে বলে জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। এই সময়, উত্তরমুখী যান চলাচল ইএম বাইপাসের বিদ্যমান দক্ষিণমুখী প্রসারিত অংশ দিয়ে ১৬৮ নং পিয়ার পর্যন্ত এবং তারপর উত্তর-সীমানা বরাবর ইএম বাইপাস বরাবর স্বাভাবিক পথে পরিচালিত হবে। একইভাবে কলকাতা ইন্টারন্যাশানাল স্কুল পর্যন্ত নবনির্মিত রাস্তা দিয়ে দক্ষিণগামী যান চলাচল ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

এই সড়ক অবরোধের সময় আরভিএনএল রুবি ক্রসিং থেকে ভিআইপি বাজার এলাকায় রাস্তা বরাবর প্রচুর পরিমাণে আলোও ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে এই রাস্তায় যান চলাচলের সুবিধার্থে গার্ডরেল বসানো হবে। মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র কলকাতা পুলিশকে ৬০ দিন ধরে কলকাতা মেট্রো রেল অবরোধ করে রাখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কলকাতাবাসীকেও যাঁরা মেট্রোর এই কাজের জন্য এবং শহরের ভবিষ্যতের আরও উন্নতির জন্য এই সমস্যা হাসিমুখে মেনে নিয়ে কলকাতা মেট্রোর পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে কলকাতা মেট্রোর জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেন। ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি পরিদর্শের সময় কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তা উদয় কুমার রেড্ডিকে স্বাগত জানান আইসিএফ-এর জেনারেল ম্যানেজার বিজি মাল্য। এরপর কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তা আইসিএফ-এর জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে কলকাতা মেট্রোর জিএম কলকাতা মেট্রোর সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে আইসিএফ-এর জিএম-কে অবহিত করেন। এর পাশাপাশি এই সফরে কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তা আইসিএফ-এর ফার্নিসিং ডিভিশনও পরিদর্শন করেন বলে কলকাতা মেট্রো সূত্রে জানানো হয়েছে।

শনি ও রবিবার হাওড়া ডিভিশনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের জন্য বেশ কিছু ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেলওয়ে ব্যবস্থার নিরাপদ ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করতে ট্র্যাক, সিগন্যাল এবং ওভারহেড ইলেকট্রিফিকেশন এর পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

র ক্ষ ণা বে ক্ষ ণে র প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে, হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, হাওড়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি, বর্ধমান-হাওড়া এবং খনা-গুমানি বিভাগে আজ রবিবার হাওড়া বিভাগে সমন্বিত মেগা ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল হবে।

বাতিলকরণ

- হাওড়া থেকে ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৭৩১৫, ৩৭৩১৭।
- বর্ধমান থেকে ৩৬৮৪২, ৩৬৮৪৪
- ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৫৩৬, ৩৭৫৩৮
- নৈহাটি থেকে ৩৭৫৩৫, ৩৭৫৩৭।
- তারকেশ্বর থেকে ৩৭৩২৬, ৩৭৩২৮
- তাছাড়া, ১৩১৫১ কলকাতা , জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে ১২১৫ টায় ছাড়বে নির্ধারিত সময় ১১৪৫ এর বদলে।

কমান্ড হাসপাতালে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রোটারিয়ান অমিতাভ ব্যানার্জি, রূপা মজুমদার এবং মধু অরোরার সভাপতিত্বে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা সেন্টেনারি, ক্যালকাটা রেনেসাঁ এবং ইউনিওয়ার্ল্ড সিটির সদ্যস্যারা রাখী পূর্ণিমা উৎসব পালন করা হয়। এদিন আলিপুর কমান্ড হসপিটালের ম্যাজর বিজয় কুমারের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে একটি সৌহার্দ্যপূর্ন ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ক্লাবের মহিলা সদ্যসরা ইস্টার্ন কমান্ড হসপিটালের অফিসারদের হাতে রাখী পড়িয়ে মিষ্টি মুখ করান।

ত্রিদণ্ডিস্বামী পরাঙ্কুশ মহারাজের আবির্ভাব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুণ্য নন্দোৎসব তিথিতে ৭ সেপ্টেম্বর বৃস্পতিবার হুগলি জেলার ত্রিবেণি গঙ্গাতীরে রামানুজ সীতারাম মঠে যথাবিহিত সীতারামদাসজির মানসপুত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী পরাঙ্কুশ মহারাজের আবির্ভাব উৎসব উদযাপন করা হবে। মঠের পক্ষে ভক্ত প্রবর উত্তম দে জানান, এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী ধর্ম আলোচনা, গুরুগীতা পাঠ, নাম সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন সীতারামদাস রামানুজ মঠের মঠাধীশ ত্রিদণ্ডিস্বামী গৌর রামানুজ মহারাজ।

অপর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে শস্যবীমা যোজনায় নাম নথিভুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ কম হওয়ায় রাজ্য সরকার বাংলা শস্যবীমা যোজনায় কৃষকদের নাম নথিভুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। ৩১-এ অগস্টের পরিবর্তে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই যোজনায় রাজ্যের কৃষকরা নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইদিকে দক্ষিণবঙ্গে এখনো পর্যন্ত ২৮ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি থাকলেও গতকাল পর্যন্ত রাজ্যে ৩৯ লক্ষ ৯৬ হাজার হেক্টর জমিতে ধানের চারা রোপন করা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। যেটা লক্ষ্যমাত্রার ৯৩ শতাংশ।

এ বছর শুরুর দিকে বৃষ্টিপাত কম হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় ঘাটতি কমেছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান রোপণও হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় দু'লক্ষ হেক্টর বেশি। তবে এটাও জানা গিয়েছে, এ বছর রাজ্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করেছিল, তার থেকে এখনও আড়াই লক্ষ হেক্টর কম জমিতে ধান চাষ হয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে ধান রোপণ তুলনায় কম হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রের খবর। যদিও হাতে এখনও কিছুটা সময় আছে। তাই রাজ্যের কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের আশা তাঁরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারবেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের কথা মাথায় রেখেই শস্যবীমা যোজনায় নাম নথিভুক্তিকরণের সময় বাড়ানো হয়েছে।

বিমার পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রাংশ উন্নয়নে এ বছর ২২০০ কোটি টাকা খরচ করে মোট ১৫০০টি প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে রাজ্য সরকার। যার মধ্যে অগস্ট মাসেই ১৭৬ কোটি টাকা মূল্যের নতুন ১৮৬টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। রাজ্যের উদ্যোগে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কৃষি উন্নয়ন তহবিল চালু করা হয়। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১০০৯ কোটি টাকা অর্থমূল্যের ১৪৮০টি প্রকল্প চালু হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে চাল-ডাল-তেল কল, হিমঘর, গুদাম ঘর ইত্যাদি। একই সঙ্গে এই প্রকল্পের সহায়তায় ৬৮৮টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার তৈরি হয়েছে। যেখান থেকে কৃষি কাজের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ভাড়ায় নিতে পারেন রাজ্যের কৃষকরা। দুয়ারে সরকার শিবিরেও এই প্রকল্পের আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহারে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহারে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। গত পাঁচ বছরে 'ন্যাশনাল মাইনরিটিস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন'-এর বিভিন্ন প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়ন করেছে রাজ্য সরকার। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক পুরস্কৃত করেছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটিস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন'-কে। প্রথম স্থান অধিকার করেছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং বিত্ত নিগম।

সম্প্রতি সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিল নিয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈঠক করে কেন্দ্র। সেখানেই বাংলার সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গ্রামীণ এলাকায় যে সব পরিবারের বার্ষিক আয় ৯৮ হাজার টাকার মধ্যে এবং শহরে যাদের বার্ষিক আয় এক লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে, সেই সব সংখ্যালঘু পরিবারের বেকার ছেলে-মেয়েদের ব্যবসা করার জন্য মাথা পিছু ৫ লাখ টাকা ঋণ দেয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন'। বছরে তার জন্য নামমাত্র হারে সুদ দিতে হয়। 'মাইনরিটি উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম'-এ হস্তশিল্পের জন্য সংখ্যালঘু মহিলাদের ৪০ হাজার টাকা করে ৩ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণের জেরে সংখ্যালঘু ছেলে-মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কতটা ঘটেছে, সেটা খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি সমীক্ষাও হয়েছে। ছ'টি জেলা মিলিয়ে অন্তত এক হাজার জনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন সমীক্ষকরা।

ভারত-পাকিস্তান খোঁচাখুঁচি চলছে মাঠের বাইরেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসময় মাঠে ব্যাট,বলের লড়াইয়ে নামতেন তাঁরা। সময়ের বাস্তবতায় এখন আছেন বাইরে। তাই বলে ভারত, পাকিস্তান লড়াইয়ের যে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ, সেটার আঁচ থেকে বাইরেও নন। ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, রবি শাস্ত্রী, সঞ্জয় মাঞ্জরেকারদেরও ছুঁয়ে যায় দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঠের লড়াইয়ের ঝাঁঝ।

তাই তো ক্যান্ডির পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মা,বাবর আজমরা যখন ব্যাট,বলে লড়াইয়ে ব্যস্ত, ধারাভাষ্যকক্ষে কথার লড়াইয়ে মেতে ওঠেন দুই দেশের সাবেক ক্রিকেটাররাও।

এই যেমন ম্যাচের শুরুতে মাঞ্জরেকারের পিচ রিপোর্টের কথাই বলা যাক। সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার পাল্লেকেলের উইকেটকে 'ইউনিক' উল্লেখ করে বলছিলেন, পেসাররা মুভমেন্ট পাবেন। মাঝে মাঝে বল নিচু হয়ে যেতে পারে, স্পিনাররাও ভালো সুযোগ পাবেন। মাঞ্জরেকার তাঁর পিচের মূল্যায়ণ শেষ করেন এই বলে যে, ভালো ব্যাটসম্যানরা চোখ খোলা রাখলে সেঞ্চুরিও পেতে পারেন।ড্র

মাঞ্জরেকারের পিচ রিপোর্টের পর ক্যামেরায় আসে ওয়াসিম আকরামের মুখ, যিনি ম্যাথু হেইডেন ও গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে ম্যাচ,পূর্ব বিশ্লেষণ করছিলেন। সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক মাঞ্জরেকারের পিচ প্রতিবেদনের সূত্র ধরে তির্যকভাবে বলেন, 'আমি যদি ব্যাটসম্যান হতাম, এই পিচ রিপোর্ট শুনে তো দ্বিধায় পড়ে যেতাম। উইকেটে সুইং করবে আবার স্পিনাররাও টার্ন পাবে। এটা সম্ভবত অসম গতির উইকেট, এখানে ব্যাটসম্যানরা সেঞ্চুরিও পেয়ে যাবে?'

পরে ম্যাচ শুরু হওয়ার পর সুযোগ পেয়ে মাঞ্জরেকারও আকরামকে একটা খোঁচা দেন। গ্যালারির দর্শক উপস্থিতি নিয়ে আকরাম বলছিলেন,স্টান্ডে নীল জার্সি (ভারতীয় সমর্থক) বেশি। সবুজ (পাকিস্তানি সমর্থক) খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

এ কথা শুনে মাঞ্জরেককার ফোঁড়ন কেটে বলেন, 'ওখানকার টিকিট বোধহয় দামি'।

পাকিস্তানের আরেক সাবেক অধিনায়ক ওয়াকার ইউনিসও অবশ্য হাসি,ঠাট্টায় সচেষ্ট ছিলেন। শাহিন আফ্রিদির অফ স্টাম্পের বাইরে পড়া বল কোহলির ব্যাট ও প্যাড হয়ে আঘাত হানে স্টাম্পে। শাহিনের বোলিংয়ের চেয়ে কোহলি নিজের কারণেই যে আউট হয়েছেন, সেটি ইঙ্গিত করে ওয়াকার বলে ওঠেন, 'তুমি রিপ্লেতেও এটা (বলটা) দেখতে পেতে। কিন্তু তুমি চলে গেলে!'

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর ১৬ ভাদ্র, ১৪৩০, রবিবার

পার্থর জামিন খারিজে কেন বারবার একই বিষয়? সিবিআইকে ভর্ৎসনা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রভাবশালী। তার পিছনে একাধিক যুক্তি দেখিয়ে আদালতে জামিনের বিরোধিতা করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শনিবারও খারজি হয়ে গেল পার্থর জামিনের আর্জি। অন্য দিকে, তদন্তের গতি প্রকৃতি নিয়ে ফের তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিল আদালত।

গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপাতত জেল হেপাজত পার্থের। জামিনের জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর আলিপুর আদালতে তার শুনানি রয়েছে। তবে

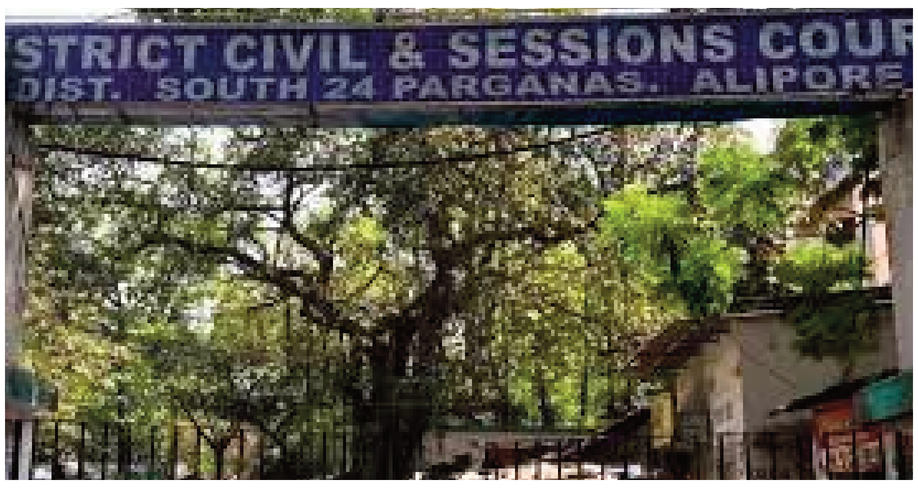

পার্থের জামিনের আর্জি আবারও খারিজ হয়ে গেলেও, শনিবার আদালতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা পার্থের জামিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বার বার একই কারণ তুলে ধরছেন বলে মন্তব্য করলেন আলিপুর আদালতের বিচারক। সিবিআই-এর উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, 'কী সব যে বলেন, এক একটা ভুল ধরতে শুরু করলে, কেঁদে কুল পাবেন না।' সিবিআই তদন্ত নিয়ে এদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আলিপুর আদালতের বিচারক। গোয়েন্দাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'একই কারণ দেখিয়ে কী ভাবে বার বার জামিনের আবেদন খারিজের পক্ষে সওয়াল করছেন? শেষ বারের কেস ডায়েরি দেখুন! আমাকে বোকা ভাববেন না। সময় নষ্ট করছেন শুধু। জামিন খারিজের জন্য নতুন কী সওয়াল? কেস ডায়েরি দেখুন আপনারা।'

শনিবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থসহ অন্য অভিযুক্তদের আলিপুর আদালতে পেশ করে জামিনের আবেদন করেন তাঁদের আইনজীবীরা। এর পাল্টা জামিনের বিরোধিতা করেন পাল্টা সিবিআই-এর আইনজীবী। তিনি বলেন, 'একই বিষয় নিয়ে বার বার জামিনের আবেদন করা হচ্ছে। এই আবেদন করা যায় না।' বলেন, জামিনের বিরোধিতায় আপনাদের তরফেও নতুন গ্রাউন্ড থাকতে হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত জামিন হয়নি পার্থদের।

কলকাতায় বিআইটিএম মিউজিয়ামে শনিবার আদিত্য এল১ মিশন বুঝে নিচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা। ছবি: অদিতি সাহা

আলিপুর আদালতে পার্থকে দেখেই ছুটে গেলেন শোভন, হল না দেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রায় একসময় তাঁদের রাজনৈতিক উত্থান। মাঝে দীর্ঘ সময়ের টানাপোড়েনে পদ খুইয়েছেন দু'জনেই। একজন প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অন্য জন, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এক বছরের বেশি সময় ধরে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ার পর থেকে তাঁর পদ গিয়েছে।

তবে দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে সামনে পেয়ে আলিপুর আদালতে দেখা করতে গেলেন শোভন। পরে তিনি জানিয়েছেন, দেখা না-করতে গেলেই 'অপরাধ' হত। যদিও শোভনকে দেখা করার অনুমতি দেননি পার্থের পুলিশরক্ষীরা। ফলে দূর থেকেই এক ঝলক দেখেন তিনি পার্থকে।

শনিবার সকালে আলিপুর আদালতে হাজির করানো হয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থকে। সেই সময় আদালতে ব্যক্তিগত কাজে এসেছিলেন শোভন এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত চত্বরে ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। জানতে পারেন, শুনানির জন্য আদালতে হাজির করানো হয়েছে পার্থকে। তখন আদালতের লকআপে ছিলেন পার্থ। জানতে পেরে গাড়িতে উঠেও নেমে আসেন শোভন। তিনি বলেন, 'যাই একটু দেখা করে আসি ১০ মিনিট।'

যদিও, শোভনকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। শোভন অবশ্য জানিয়েছেন, পার্থ 'পরিস্থিতির শিকার'। পার্থ যদিও এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেননি।

প্রসঙ্গত, পার্থ জেলে যাওয়ার পর থেকে তৃণমূলের তরফেও তাঁর নাম তোলা হয় না আর। ফলে এদিনের দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছেয় বিতর্ক হতে পারে জেনেও শোভনের কথায় 'বড় দাদার মতো'। পুরনো সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে ছুটে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন শোভন।

শোভন জানান, তিনি যখন ছাত্র-রাজনীতি করতেন, তখন বেহালায় গিয়ে বক্তৃতা করতেন পার্থ। তাঁর কথায়, 'পার্থদা পরিস্থিতির শিকার তো বটেই! আমাকেও তো গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তো আর প্রশাসন থেকে আলাদা কিছু নয়! তারা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না। রাজনীতি তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।'

বাংলার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী নর্থ ম্যাসিডোনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাদার টেরিজার টানে কলকাতায় হাজির হলেন রিপাবলিক অফ নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার বিদেশমন্ত্রী বুজার ওসমানি। সঙ্গে ভারতে ম্যাসিডোনিয়ার রাষ্ট্রদূত স্লোবোডান উজুনভ। মাদারের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দেখা করেন কলকাতার পুরসভার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে। শহর নিয়ে নানা আলোচনার মাঝে বুজার ওসমানি জানান, ম্যাসিডোনিয়ার সিস্টার সিটি হবে কলকাতা। আর এই চুক্তি হবে আগামী বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে।মাদার টেরিজার দেশের বিদেশমন্ত্রী দেখা করেন কলকাতার আর্চ বিশপ থমাস ডি সুজার সঙ্গেও।

এই প্রসঙ্গে বুজার ওসমানি জানান, এ শহরের সঙ্গে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় নর্থ ম্যাসিডোনিয়া। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ জানান, 'মাদার টেরিজা কেন্দ্রিক ট্যুরিজম চালু করতে চায় ম্যাসিডোনিয়া। ওনাদের বিদেশমন্ত্রী এদিন তীর্থযাত্রী কেন্দ্রিক পর্যটনের পাশাপাশি বাংলায় বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমাদের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বিনিয়োগকারীদের একটা টিমও নিয়ে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।' নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার সঙ্গেঅর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে এতে এ রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ।

শুক্রবার বুজার ওসমানি দেখা করার পাশাপাসি গোটা ঘটনায় আপ্লুত আর্চ বিশপও। মাদার টেরিজার জন্মস্থান স্কোপজে থেকে মানুষ এসেছেন ভাবতেই শিহরিত তিনি। এদিন ওয়েস্টবেঙ্গল ইনফাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন বন্দনা যাদবের সঙ্গেও দেখা করেন বুজার।

প্রসঙ্গত, লেপেনাক নদীর তীরে ম্যাসিডোনিয়াতেই জন্ম মাদার টেরিজার। ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিলোত্তমায় প্রথম পা রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় কাটে এই কলকাতায়। গড়ে তোলেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটি।

টালিগঞ্জের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় বিশাখাপত্তনমে তদন্তে কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে হোস্টেলে টালিগঞ্জের ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনায় কলকাতার নেতাজি নগর থানায় পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে বিশাখাপত্তনমে গেল কলকাতা পুলিশ। হোস্টেলের তরফে মৃতার পরিবারকে বলা হয়েছিল তিন তলা থেকে পড়ে গিয়েছিল ওই ছাত্রী। মৃত্যুর ঘটনার পুনর্নির্মাণ হয়েছে ইতিমধ্যেই। ঠিক যেভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত এগোচ্ছে, একইভাবে বিশাখাপত্তনমেও বাংলার পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, অন্ধ্র প্রদেশে পড়তে গিয়েছিলেন কলকাতার নেতাজি নগরের এক ছাত্রী। নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেখানে বেসরকারি হস্টেলে থাকতেন তিনি। হস্টেলেই রহস্যমৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর পরিবারের দাবি, খুন করা হয়েছে মেয়েকে। অন্ধ্র পুলিশে ভরসা পাচ্ছে না সাহা পরিবার। কলকাতা পুলিশেই ভরসা তাঁদের।

সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বাংলার পুলিশ রীতি যে হস্টেলে থাকতেন, সেখানে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে। হস্টেলের তিন তলা থেকে ম্যানিকিন ফেলে পুনর্নির্মাণ হয়েছে ঘটনার। মূলত পুলিশ দেখতে চাইছে, উপর থেকে কেউ ঝাঁপ দিলে কোথায় গিয়ে পড়ে। আবার ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে কতদূর গিয়ে পড়বে।

ঘটনার পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি বেঙ্কট রাম হাসপাতালেও গিয়েছিল বাংলার পুলিশ। রীতি পড়ে যাওয়ার পর তাঁকে সেই হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তকারীরা জানতে চাইছে, হাসপাতালে চিকিৎসার কোনও ত্রুটি ছিল কি না।

প্রসঙ্গত, ১৪ জুলাইয়ের ঘটনা। বিশাখাপত্তনমের নরসিমানগরের সাধনা হস্টেল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় কলকাতার ওই ছাত্রীর। নিট-এর কোচিং নিতে বিশাখাপত্তনমে গিয়েছিলেন তিনি। কলেজের পাশেই হস্টেল। রীতির বাবা ইতিমধ্যেই বিশাখাপত্তনমের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বাবার অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে খুন করে উপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী শ্রী সিদ্ধি বিনায়ক সেবা সমিতি আয়োজিত গণেশ পূজার খুঁটি পুজো হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে ছিলেন তৃণমূল নেতা রাজীব রাই, ৪৫ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি জনমেজয় পান্ডে, অমিত সোনকার, দারা সিং, চন্দ্রভান প্রসাদ প্রমুখ।

বিমানের শৌচালয়ে ধূমপান করার জেরে গ্রেপ্তার এক যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঝ আকাশে বিমানের শৌচালয়ে ঢুকে ধূমপান করার জেরে গ্রেপ্তার এক বিমানযাত্রী। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, শুভম শুক্লা নামে এক বিমানযাত্রীকে এমনই এক ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে। বিমানবন্দরের কর্তব্যরত সিআইএসএফ জওয়ানরা ওই ব্যক্তিকে আটক করে বিমানবন্দর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

সূত্রে খবর, ইন্ডিগো উড়ান সংস্থার দুবাই থেকে কলকাতাগামী একটি বিমানে আসছিলেন শুভম শুক্লা। সেই সময়েই মাঝ আকাশে বিমানের ল্যাভেটরিতে ঢোকেন তিনি এবং সেখানে ধূমপান করেন বলে অভিযোগ। বিমানের কেবিন ক্রু যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বিষয়টি বুঝতে পারতেই সঙ্গে সঙ্গে পাইলটকে সেটা জানান। বিষয়টি জানাজানি হতেই, বিমানের অন্য যাত্রীরাও বিষয়টির প্রতিবাদ করেন।

শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ ইন্ডিগোর ওই বিমানটি কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। আর তারপরই বিমানকর্মীরা খবর দেন বিমানবন্দরে কর্তব্যরত সিআইএসএফ জওয়ানদের। বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের জওয়ানরা অভিযোগের ভিত্তিতে ওই বিমানযাত্রীকে আটক করেন। একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় অভিযুক্ত ওই বিমানযাত্রীকে। শেষে ভোর ৫টা নাগাদ ওই ব্যক্তিকে বিমানবন্দর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন সিআইএসএফ-এর জওয়ানরা।

অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিমান আইন, ১৯৩৭-এর ২৫ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিমানের পাইলট-ইন-কমান্ডের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এদিকে অভিযুক্ত শুভম শুক্লাকে ইতিমধ্যেই কয়েক দফা জেরা করে ফেলেছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসাররা। কীভাবে এমন একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, নিরাপত্তা ও যাত্রী সুরক্ষার কারণে বিমানের মধ্যে ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সেখানে ওই ব্যক্তি মাঝ আকাশে বিমানের ল্যাভেটরিতে ঢুকে ধূমপান করার ফলে বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল বলেও মনে করছেন একাংশের মানুষজন। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছেন বিমানবন্দর থানার পুলিশকর্মীরা।

মদ খেয়ে বচসা বাবা-ছেলের, ঘরে লাগাল আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল বাবা-ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ টাউন গৌরাঙ্গ নগর সারদা পল্লির ঘটনা। সূত্রে খবর, মদ খাওয়া নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে বচসা বাধে। এই ঝামেলাই গড়ায় হাতাহাতিতে। তারপরই আগুন লাগায় ঘরে।

এলাকাবাসীরা অভিযোগ, রাত্রিবেলা প্রায়ই এই বাবা ও ছেলে দু'জনে মাদক সেবন করতেন। এরপরই দু'জন দু'জনের সঙ্গে অশান্তি করতেন। দুজনই নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে কখনো প্রতিবেশীর উপর চড়াও হতেন, আবার নিজেরা নিজেদের মধ্যেই গণ্ডগোল করতেন। শুক্রবার রাতেও একই ঘটনা ঘটে। রাত্রিবেলাও ঝামেলা করেছিলেন ওরা। এরপরই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায় দুজন। পাশাপাশি এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি।

ফিরহাদের কথায় 'গোঁসা' তারক সিংয়ের, ইস্তফার প্রস্তাব, মান ভাঙালেন ববি-ই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে কলকাতার বহু জায়গায়। কোথাও গোড়ালি ডোবা, কোথায় আবার জল উঠছে হাঁটু পর্যন্ত। শুক্রবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এমন অভিযোগ আসে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে। শহরের জল-নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন মেয়র। সেই ক্ষোভের কথা জানতে পেরে মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং কিছুটা অভিমানী হয়েই জানান, ইস্তফা দেবেন তিনি। শনিবার ফিরহাদের ফোন পান তারক। তারপরই মত বদলান তিনি।

'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে শহরবাসী নানা অভিযোগ নিয়ে ফোন করেন। সেইসব অভিযোগ শোনেন মেয়র। সমাধানও করেন। শুক্রবার তেমনই একটি ফোন আসে, ফোনের ওপার থেকে একজন জানান ফিরহাদকে, 'এলাকায় জল জমে আছে। আপনি বলেছিলেন লোক আসবে। কেউ তো আসেনি। আমাদের কী করণীয় এখন?' যা শুনে ফিরহাদ বলেন, 'আপনাদের তো এখানে কিছু করণীয় নেই। যা করার পুরসভা করবে।'

গতকাল এমন বেশ কয়েকটি ফোন আসে, যেখানে একই অভিযোগ করা হয়। সব অভিযোগ শুনে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দেন মেয়র। তিনি বলেন, 'আধিকারিকরা কোনও কাজ করেন না। ঘরে বসে থাকেন। আর এলাকায় এলাকায় জল জমে থাকে। আমাদের মিথ্যে রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে।' তারপর ফিরহাদ বলেন, 'আমাকে তারকদা (তারক সিং) হোয়াটসঅ্যাপ করে কোথাও জল জমে নেই জানান। কিন্তু আমি অভিযোগ পাচ্ছি, জল জমে রয়েছে।'

এই ক্ষোভের কথা শুনে কিছুটা অভিমান হয় তারকের। তিনি প্রকাশ্যেই ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। যা শুনে ফিরহাদ ফোন করেন তারককে। সূত্রের খবর, বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের মধ্যে কথা হয়। এই ফোনের ব্যাপারে তারক জানান, 'উনি (ফিরহাদ হাকিম) আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি আমাকে বলেছেন, আমি আপনাকে কোনওভাবে আঘাত করতে চাইনি, তেমন ইচ্ছেও নেই। আপনার কাজে আমি খুশি।' শেষে জানান যে, এখনই তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন না।

'পিসিমনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখছেন', মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'পিসিমনির মনটা এখন পশ্চিমবঙ্গে নেই। তিনি এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার দিবাস্বপ্ন দেখছেন।' বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে শনিবার সন্ধেতে নৈহাটির মীরাবাগান ময়দানের জনসভা থেকে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'পিসি-ভাইপো গোটা দেশ ভ্রমণ করছেন। আর নরেন্দ্র মোদিকে হারানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু গরুর গাড়ির হেড লাইটের যেমন দরকার নেই। তেমনি পিসিমনিও কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন না।' শুভেন্দুর দাবি, এখন তো জোটের ২৬ জনই বলছেন প্রধানমন্ত্রী হবেন। সেই জোট কখনও বাংলায়, কখনও পাটনা কিংবা মুম্বাইতে মিটিং করছে। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, ২০২৪ সালে মোদিজী ৪০০ আসন নিয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী হবেন। পুরসভায় বেআইনি নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও এদিন সুর চড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এদিন তিনি দাবি করলেন, পুরসভাগুলোতে বেআইনি নিয়োগে অভিযুক্তদের পার্থ-কেষ্টর মতোই দশা হবে। শুভেন্দুর কথায়,

পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে অয়ন শীলের বাড়ি থেকে অনেক মালপত্র বেরিয়েছে। কিন্তু তদন্ত আটকাতে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও এঁরা সুবিধা করতে পারেনি। শুভেন্দুর দাবি, অয়ন শীলের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনায় পুরসভা নিয়োগে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে। বরানগর, কামারহাটি, খড়দা, টিটাগড়, পানিহাটি, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া ও হালিশহর পুরসভা ছাড়াও কল্যাণী, হরিণঘাটা, চাকদা পুরসভা প্রথম সারিতে আছে। শুভেন্দুর অভিযোগ, নৈহাটি পুরসভায় ২৫০ বেশি বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। সেই নিয়োগে পুরপ্রধানের পুত্রও আছে। এদিনের জনসভায় হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী, ব্যারাকপুর জেলার প্রাক্তন সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

সাবেক শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষারও দরকার

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারত জোড়া বিভাজনই এখন দেশীয় রাজনীতির মূলমন্ত্র। সচ্ছলতা নয়, শিক্ষা নয়, খেত নয়, কারখানা নয়; ভোট দাও ধর্ম দেব; মন্দির দেব, মসজিদ দেব, অন্ধকার দেব, কূপমণ্ডূকতা দেব। তাই সংখ্যালঘুর পক্ষে মূলস্রোতে মিশে যাওয়া প্রয়োজনহীন। সংরক্ষিত অঞ্চলের গণ্ডিতেই তাঁরা আবদ্ধ থাক। আর হিন্দুরা প্রকৃতই প্রতিপালক। সে ক্ষেত্রে অন্যদের মাঝেমধ্যে স্মরণ করানো যেতেই পারে যে, তারা হিন্দুদের সহৃদয় গৃহপালনের অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নয় আদপেই। সে কারণে তো প্রসূতি সদন থেকেই নির্দিষ্ট আছে চিহ্নিতকরণের সুস্পষ্ট প্রকল্পনা। ধর্মের থাকে সুনির্দিষ্ট দর্শন। রক্তপাতের কোনও দর্শন নেই। আসলে ধর্ম এখন এক সংবেদনশীল শোষণ উপাদান। তার আশ্রয়ে বহুমাত্রিক বজ্জাতিরও ভিন্ন মাত্রা দান করা খুবই অনায়াস সাধ্য।

দেশে ইংরেজদের সক্রিয় প্ররোচনাতেই গড়ে উঠেছিল বিভেদপন্থী দু'টি সাম্প্রদায়িক দল; হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ। ইংরেজের ফাঁদে পা দেওয়া মুসলমান সমাজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বঙ্গদেশকে আশীর্বাদ স্বরূপ জ্ঞান করলেও, হিন্দু বুদ্ধিজীবী সমাজ এর বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধে সক্রিয় হয়। মুসলিম নেতারা স্বদেশ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ বৃহত্তর মুসলমান গোষ্ঠীকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতায় শামিল করতে ব্যর্থই হয়েছিলেন। হিন্দু শোষণ অপেক্ষা তাঁরা ইংরেজদের আধিপত্যকে শ্রেয় মনে করেছিলেন। অবশেষে ভারত ভাগের মাধ্যমে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন হয়। ক্ষতচিহ্ন থেকেই যায়। এবং ক্রমেই তা আরও বিষাক্ত হয়ে উঠতে থাকে। বার বার নিরর্থক রক্তে ভিজে যায় মাটি। রক্তের তো স্বতন্ত্র কোনও রং মহিমা নেই; মিশে যায় দুই সম্প্রদায়ের রক্ত একই প্রবাহে। তবুও সমাজের ভেদবুদ্ধি বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন, শুভবুদ্ধি দিয়ে ভেদাভেদের বুদ্ধিবৃত্তিটুকু বাদ দিতে হবে। আর শুভ বুদ্ধি হবে শিক্ষা দিয়ে।

এই শিক্ষা কোন শিক্ষা? আমাদের মধ্যে যাঁরা অতি শিক্ষিত, তাঁদের মধ্যেই দেখা যায় ভেদবুদ্ধি প্রবল। রবীন্দ্রনাথের সময়কার প্যালেস্টাইনের ইহুদিরা অশিক্ষিত নন, আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশরা অশিক্ষিত নন। আমাদের এখনকার যুগোস্লাভিয়ায় আলবেনিয়ানরা অশিক্ষিত নন। এটা তা হলে সাবেক শিক্ষা নয়, নৈতিক শিক্ষা।

জন্মদিন

আজকের দিন

উত্তমকুমার

১৯২৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমারের জন্মদিন।

১৯৫৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ স্বপন দাশগুপ্তর জন্মদিন।

১৯৭৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিবেক ওবেরয়ের জন্মদিন।

সৌর মিশন আদিত্য-এল১ এর সফল উৎক্ষেপণ

পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জি

চন্দ্রযান ৩ এর সফল অবতরণের রেশ কাটতে না কাটতেই ইসরো ২ সেপ্টেম্বর সূর্য অভিযানের উদ্দেশ্যে আদিত্য-এল১ মিশন শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন ধারণা হতে পারে কেন এই মহাকাশ যান উৎক্ষেপণ? পদার্থ বিদ্যার ছাত্র হিসেবে এই প্রশ্ন আমার মনেও এসেছিল। তার উপর মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে সমস্যাদীর্ণ তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে এই পরিকল্পনা কি অর্থের অনর্থক অপচয়? যখন আমি জানতে পারলাম যে আদিত্য-এল১ মিশনের মোট খরচ ধরা হয়েছে মাত্র ৪০০ কোটি টাকা বা ৫০ মিলিয়ন ডলার, যেখানে ২০২৩ আর্থিক বর্ষের বাজেট ঘাটতি ছিল ১৭.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা, তখন মেনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না যে এই খরচ আমাদের দেশ বহন করতে পারে। পাশাপাশি আবার যখন জানতে পারলাম আদিত্যের মতো সমান সাতটি যন্ত্রাংশ নিয়ে মহাকাশে কার্যরত নাসার সৌর পর্যবেক্ষক মহাকাশ যানের খরচ হচ্ছে ১.৫০ বিলিয়ন ডলার তখন ইসরোর বিজ্ঞানীদের তারিফ না করে পারলাম না। উৎক্ষেপণের প্রার চার মাস পরে আদিত্য (যার অর্থ সূর্য) মহাকাশ যান তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে, ১.৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। এবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আলোচ্য বিষয়টি সহজবোধ্য ভাবে পরিবেশন করতে।

সূর্যকে নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই যুগ যুগ ধরে মানুষ উৎসাহ দেখিয়েছে। অনেক ধর্মেই সূর্য উপাস্য দেবতা। প্রাক-কলম্বাস মেক্সিকো এবং পেরু সভ্যতায় সূর্য উপাসনা এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাপানী পুরাণে সূর্য দেবী হলেন আমাতেরাসু, যিনি জগতের প্রধান শাসিকা রূপে পূজিতা হতেন। হিন্দু ধর্মে কোনার্কের সূর্যমন্দির সূর্য উপাসনার এক প্রমাণ। জার্মান পুরাণে সূর্য দেবতার নাম 'সল', বেদে 'সূর্য', গ্রীক পুরাণে 'হেলিওস' বা 'টাইটান' বা 'অ্যাপোলো, মেসোপোটেমিয়াতে 'শামাশ' ইত্যাদি।

সূর্যকে নিয়ে উৎসাহ বিজ্ঞানী মহলে দেখা গেছে অন্য ভাবে। ৩২৩ বছর আগে গালিলেও গালিলি প্রথম নিজের হাতে বানানো টেলিস্কোপ দিয়ে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন সূর্য গোলাকার, নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে এবং এর উপরে অসংখ্য দাগ আছে, যাকে এখন আমরা 'সৌরকলঙ্ক' বলি। সেই থেকে বিগত ৩২৩ বছর ধরে মানুষ পরীক্ষা করে চলেছে এই সৌরকলঙ্ককে। উনবিংশ শতক থেকেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে শুরু করেছেন এই সৌরকলঙ্ক পৃথিবীর আবহাওয়া এবং জীবনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। সুরক্ষা না নিয়ে সূর্যকে দেখার জন্য বেশি বয়সে যে গালিলেও অন্ধ হয়ে যান তাঁর কথা সারা পৃথিবীকে মনে রাখতে হবে।

যেহেতু অনেক প্রাচীন ধর্মের ভিত্তি সূর্য, তাই এর গায়ে কলঙ্ক আছে বলাটাই নিশ্চিতভাবে সেই ধর্মের মানুষের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তাই প্রাচীন আফ্রিকার জামবেজি নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বাসকারী মানুষের ধারণা ছিল যে ঈর্ষাপরায়ণ চাঁদ সূর্যের গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন চিনে ধারণা ছিল সৌরকলঙ্ক হলো ভাসমান প্রাসাদের অংশ বা এই দাগই নির্ণয় করে রাজার চরিত্র। আর ভার্জিলের ধারণাতে এক সতর্কীকরণ আছে, অভোরের সূর্যের গায়ে নকশাদার দাগ দেখলেই বুঝবে বৃষ্টি নামবে।দ দার্শনিক রেনে দেকার্তের ধারণাতে সৌরকলঙ্ক আদিম জঞ্জালের সমুদ্র। জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেল বিশ্বাস করতেন সৌরকলঙ্ক সূর্যের আভ্যন্তরীণ কৃষ্ণ অংশে অবস্থিত গর্ত যার নীচে মানুষ বাস করে।

এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সৌরকলঙ্ক হলো শীতল কৃষ্ণ এলাকা, যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সূর্যের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ কমে যায়।

সূর্যকে নিয়ে মানুষের কৌতুহল এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে গালিলেও-এর পরে ১৮২৬ সালে পেশায় ঔষধ-বিক্রেতা হেইনরিখ শোয়াব চার দশক ধরে বছরে ৩০০ দিন সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন। তিনিই প্রথম বলেন যে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা প্রতি ১০ বছরে কমে আবার বাড়ে। পরবর্তিকালে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন শোয়াব এই সৌরকলঙ্ক চক্রের বিষয়ে সঠিক নির্ণয় করেছিলেন। তবে সময়কাল হবে ১১ বছর। এর প্রবক্তা সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ অবজারভেটরির ডিরেক্টর রুডলফ উলফ। ঘটনাচক্রে সূর্যের চারিদিকে বৃহস্পতি গ্রহের প্রদক্ষিণ কাল ১১ বছর। তাই উলফের ধারণা হয় বৃহস্পতির প্রদক্ষিণের সঙ্গে সৌরকলঙ্ক চক্রের সম্পর্ক আছে। অচিরেই তা ভুল প্রমাণিত হয়।

১৮৫৯ সালে জুরিখ অবজারভেটরির দুইজন অপেশাদার জ্যোতির্বিদ এক গুচ্ছ সৌরকলঙ্কের মধ্যে দুইটি উজ্জ্বল বিস্ফোরণ লক্ষ্য করেন। পরের কয়দিন দেখা যায় টেলিগ্রাফ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে এবং ইউরোপে মেরুপ্রভা দেখা গেছে। উলফের দল ধারণা করলেন এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক আছে এবং তা প্রথম প্রমাণিত হল ১৯০৮ সালে। জ্যোতির্বিদ জর্জ এলেরি হাল প্রমাণ করলেন সৌরকলঙ্কের চৌম্বক ধর্ম। চুম্বকত্বের প্রভাবে সূর্যের অভ্যন্তরে উত্তাপের পরিচালন স্তিমিত হয়ে সৌরকলঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞান যতই টেলিগ্রাফ থেকে স্যাটেলাইটের জগতের দিকে এগিয়েছে, ততই সৌরকলঙ্কের গণনার গুরুত্ব বেড়েছে। এর গণনা থেকেই ধারণা করা যাবে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আগামী মাস এবং বছরে কি প্রভাব পড়বে। বেলজিয়ামের রয়্যাল অবজারভেটরিতে নিয়মিত ভাবে টেলিযোগাযোগ এবং শক্তি উৎপাদন কোম্পানিগুলির কাছ থেকে তথ্য জানার অনুরোধ আসে। বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন সংস্থাগুলি সৌরকলঙ্কের প্রবণতার উপর নির্ভর করে। কারণ সৌরচুম্বকত্ব বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ারের মধ্য দিয়ে বেতার তরঙ্গের প্রবাহকে প্রভাবিত করে। ফলে জিপিএস স্থানাঙ্ক পরিবর্তিত হবে। তখন বিমানচালকরা বিকল্প নেভিগেশন যন্ত্রের উপর নির্ভর করেন।

সৌরকলঙ্ক এবং পৃথিবীতে জীবনের মধ্যে এক অনুমাননির্ভর সম্পর্ক আছে। চিকিৎসা গবেষকগণ সৌরচুম্বকত্ব এবং ক্যানসারের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে তৎপর হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা আগ্রহী হয়ে আছেন কৃষির সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে তা জানতে।

সূর্য বিরল ভাবে কখনো কখনো কলঙ্কহীন হয়ে যায়। তখন সূর্য থেকে সবচেয়ে কম উত্তাপ নির্গত হয়। এই রকম হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে, যার ফলে তুষার যুগের মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ের অঙ্কণচিত্রে দেখা যায় টেমস নদী এবং ভেনিসের লেগুনের উপর মানুষ বরফের উপর স্কেটিং করছে। আবহবিদরা আগ্রহী এই তুষার যুগের কারণ নির্ধারণ করতে। আবহবিদ্যার উন্নতির ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে সৌর বিকিরণ আবহমণ্ডলের উপর স্তরে রাসায়নিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডল সৌর বিকিরণের অনেক উপাদান শোষিত হয়ে যায়। ফলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে গিয়ে অভিযান চালানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। ভারতের আগে আমেরিকা, ইউরোপ, চিন এবং জাপান এই কাজ করেছে এবং করে চলেছে। ভারত তাই এই অভিযানে পঞ্চম শরিক হতে চলেছে।

এখন সংক্ষেপে জানাই ইসরোর বিজ্ঞানীরা প্রস্তাবিত সূর্য অভিযানে কি করতে চলেছেন। মহাকাশ যানের নামে এল১ কথাটির অর্থ কি। এল শব্দটি ল্যাগরাঞ্জের সংক্ষিপ্ত রূপ। এল১ বোঝাচ্ছে মহাকাশস্থিত ল্যাগরাঞ্জ ১ বিন্দু। নাসার সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি ল্যাগরাঞ্জ বিন্দু হলো মহাকাশের এমন একটি অবস্থান যেখানে দুইটি বৃহৎ ভরের মধ্যে মহাকর্ষীয় বল এবং দুই ভরের সঙ্গে কোন ক্ষুদ্র বস্তুর একসাথে ভ্রমণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্রিক বল সমান। ফলে এই বিন্দুগুলিতে মহাকাশ যানের দীর্ঘকাল অবস্থান করতে অপেক্ষাকৃত কম জ্বালানী লাগবে। সুর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে এই রকম পাঁচটি বিন্দু আছে (আবিষ্কর্তা ইতালিয় বিজ্ঞানী ল্যাগরাঞ্জ)। এল১ হলো সূর্য এবং পৃথিবী সংযোগকারী রেখার উপর উভয়ের মাঝখানে অবস্থিত এই রকম একটি বিন্দু। এল১ বিন্দু পৃথিবী থেকে ১.৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আর পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার। যেহেতু প্রস্তাবিত আদিত্য মহাকাশ যানের অবস্থান চন্দ্রের কক্ষপথের বাইরে এবং সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে তাই আদিত্যকে কোন চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সম্মুখীন হতে হবে না। তাই সর্বক্ষণের জন্য সে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

নাসার পার্কার মহাকাশ যানের মতো আদিত্য মহাকাশ যানেও সাতটি পরীক্ষক যন্ত্র আছে। তার মধ্যে চারটি দৃশ্য, আলট্রাভায়োলেট এবং এক্স রে রশ্মির মাধ্যমে সূর্যের উপর পরীক্ষা চালাবে। বাকি তিনটি যন্ত্র মহাকাশ যানের পারিপার্শ্বিক মহাকাশ অঞ্চলের উপর পরীক্ষা চালাবে।

সূর্যের সম্বন্ধে অনেক কিছুই অজানা আছে, কারণ এর আগে নাসার পার্কার মহাকাশ যান সূর্যের করোনাকে ছুঁতে পারলেও সেখানে থেকে দীর্ঘমেয়াদি ভাবে পর্যবেক্ষণ চালানো সম্ভব নয়। সেই কারণে পরোক্ষ ভাবে সূর্যকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে এবং নির্গত রশ্মির পরীক্ষা করে সূর্যের বিষয়ে জানতে হবে। দেখা যাক আদিত্য-এল১ ভারত তথা সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণে কি নতুন তথ্য আহরণ করতে পারে। বিশ্বের দরবারে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হয়তো ভারতের মাথায় আর একটি পালক জুড়তে চলেছে।

মাহ ভাদর

আশরাফুল মণ্ডল

এই হয়েছে এক জ্বালা! বৃষ্টি পড়ছে ঝিমঝিম। সারাক্ষণ। তবুও, কী ভ্যাপসা গরম! গাঁয়ের রাস্তাঘাট, অলিগলি কাদায় প্যাচপ্যাচে। গোটা গাঁ জুড়ে পচা খড়ের গন্ধ, সারডোবার গোবরের গন্ধ। একেই বলে পচা ভাদর! আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি হয়েছে কী তেমন! হয়েছে কম সম, ওই ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি আরকি। ডাঙা ডহর এতদিন পড়ে ছিল, যেন খরার মাঠ! ভাদ্রমাস পড়তেই শুরু হয়েছে বৃষ্টির প্যানপ্যানানি। মাঠের ধুলুচি বীজতলা জলের অভাবে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে পড়ছিল। যাদের সুযোগ সুবিধা আছে তারা মাঠের পুকুর বা গোড়ে থেকে দুনি দিয়ে জলসেচ করে বীজতলা টিকিয়ে রেখেছে। জলের অভাবে অনেকের আবার ধানের বীজতলার চারাগুলোর অকালমৃত্যু ঘটেছে। কিছু চাষি বৃষ্টি পড়তেই নিয়াচি বীজতলা করেছে। চাষ না হলে গাঁয়ের প্রান্তিক চাষি ও খেটে খাওয়া লোকজনদের কী হবে! প্রতিটা ঘরেই অনেকগুলি করে পোষ্য যে! কীভাবে ভরবে তাদের পেট!

মোরুনি বাউরী গাঁয়ে এর ঘরে ওর ঘরে কাজ করে। কাজ কী কম! কাজ বলতে ওই থালা বাসন ধোওয়া, কুলো করে ধান বা চাল পাছুড়া, গোরু-মোষের জন্য ঘাঁটা করা, ধান সেদ্ধ করা, টিউবওয়েল থেকে বালতি বালতি জল আনা-এইসব আরকি। টাকাপয়সা পায়না। হয়তো কাজ সারা হলে জল দেওয়া বাসিভাত, প্রায় টোকে যাওয়া তরকারি খেতে পায়। ঘরে ফেরার সময় সের খানেক চাল পায়। সেই চাল থেকেই কিছুটা দিয়ে মুদির দোকানে তেল-নুন কেনা, আর ঘরে এসে কিছুটা চাল হাঁড়িতে ফেলে ফ্যানভাত। মোরুনির বেঁচেবর্তে থাকার এই হল বারোমাস্যা।

মোরুনিও বুঝে গেছে ভাদ্রমাসের হালচাল। এই মাসেই বাউরীপাড়ার বেশিরভাগ লোকই হয়ে যায় গরীবের গরীব। তেমন কোনো কাজ টাজ পাওয়া যায় না। এই মাসটাতে না খেয়ে মটকা মেরে আর কদিন পড়ে থাকা যায়! অগত্যা ছেলেমেয়েদের পেটের খিদের আগুন নেভাতে স্বচ্ছল গৃহস্থঘরে দে ছুট! অগ্রিম নেওয়া দু সের খুদের বিনিময়ে একদিন মাঠে হাজিরা। কী আর করবে খেটে খাওয়া মানুষজন! তারা যে নিরুপায়! মোরুনির বাপ পুরানো দিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলত - 'জানিস তুরা, ভাদর মাসে বাউরীপাড়ার চুলোতে কুকুর বেড়াল ঘুমোতক। কারোর চুলোশালে হাঁড়ি চাপতো নাই। দিনের পর দিন প্যাটে খিল দিঁয়ে পড়ে থাকতে হতুক।' এখনও সেই অবস্থার বদল হয়েছে কী তেমন! এসময় ঘোষেদের তালপুকুরের পাড়ের তালগাছ থেকে প্রচুর পাকা তাল পড়ে। ছেলে বুড়ো অনেকেই তালতলাতে হাঁ করে বসে থাকে। পাড়ে তাল খুব কম পড়ে। বেশিরভাগই পড়ে পুকুরের জলে। আর পড়া মাত্রই ছেলেরা ঝাঁপ দেয়। মোরুনি তো আর ঝাঁপ দিতে পারে না! ঝাঁপ সে কোনোদিন দেয়নি আর ঝাঁপ দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। সে কেবল সেদিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যালিয়ে। একটা তাল পেলেও বেশ হতো! লোকের ঘর থেকে পোয়াখানেক মুড়ি মেগে-যেচে এনে সে তালমাড়ি দিয়ে খেতো। ভাবতে গিয়ে তার মুখের ভেতরটা লালায় ভরে যায়।

মোরুনির নিজের বলতে কেউ নেই। মা বাপ গত হয়েছে কবেই। একটা ভাই ছিল। সেও বিয়ের পর বউয়ের কথামতো বীরভূমে শ্বশুর গাঁয়ে বসবাস করে। বয়সকালে তার বাপ মোরুনির বিয়ে দিয়েছিল। বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান ভ্রমরের মতো কালো মড়িলালের সাথে। মোরুনি তোতলা হলেও গায়ে গতরে মন্দ ছিল না। কালো কুচকুচে মোরুনিকে খুব ভালোবাসত মড়িলাল। যদিও মনিবের মাঠের কাজ সেরে সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে এসে মোরুনিকে দুচার ঘা দিতো। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে মাতাল মড়িলাল কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ত। ভাতটাত রেঁধে মোরুনি পরম সোহাগে তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে পাশের ডোবাতে স্নান করাতো। ভাত খেয়ে দুজনে বিছানায় যেতো। মড়িলাল আদরে আদরে অতিষ্ট করে তুলত তার সাধের বউকে।

আদরে গলে গিয়ে তোতলা মোরুনি বলত, 'তু-তু-মি খুব ভা-ভালো লুক গ! আমাখে তু-তুমার অ্যা-অ্যা ত ভা-ভা-ভালো নাগে!

— তু আমার পিরান বটিস রে মোরুনি। অ্যানোক জায়গা বেড়িনচি, অ্যানোক মেয়েমানুষ দেখেচি, তুর মতোন অ্যামোন মেয়ে দেকি নাই খো। তুর শরীলে যৈবন অ্যাকবারি ভাদর মাসের ভরা লদীর মতন! তুখে আঁকাড়ি করে ধল্লে মুনে অয় সগ্গে যাচ্চি ক্ষ্ম মড়িলালের এই কথায় মোরুনিও আনন্দে একেবারে ডগমগ!

একসময় তাদের এক হয়ে যাওয়া দুটি শরীর ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ত। আর দুদিকে দুজনে মুখ করে নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়ত।

যখন কাজ জুটত না তখন ঘরের দুয়োরে বসে মড়িলাল বাঁশি বাজাত। কী মায়াময় সেই বাঁশির সুর! মোরুনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো মড়িলালের মুখের দিকে। এমন মরদ বাউরীপাড়ার ক'জন মেয়ের ভাগ্যে জুটেছে! লোকের ঘরে সেদিন তারও কাজে যেতে ইচ্ছে করত না। ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়ে মামাবাড়িতে বড়ো হয়েছে মড়িলাল। কিশোর বয়সে সে কেষ্টযাত্রায় কেষ্ট সাজত। তার বাঁশির সুর শুনে দর্শকমন্ডলী মোহিত হয়ে যেত। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা রাধার অসহনীয় বিরহ সে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারত। তার মামার গাঁয়ের পাশাপাশি বিশ পঁচিশটা গাঁয়ে বংশীবাদক মড়িলালের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। সেসময় কত গাঁয়ে যে তারা কেষ্টযাত্রা করে ফিরেছে তার ইয়ত্তা নেই। সে একটা সময় ছিল বটে!

বেশিদিন মরদের সুখ মোরুনির কপালে সহ্য হয়নি। ওই বছরখানেক! এইরকমই এক ভাদ্রমাসে মড়িলাল মনিবের জমিতে ধানচারা নিড়েন করতে গিয়েছিল। আর মোরুনি মোড়লদের ঘরে কাজ করছিল। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি নামে মুষলধারে। সাথে ঘন ঘন বজ্রপাত। মোরুনি মোড়লদের এঁটো থালা বাসন নিয়ে ঘাটে গিয়েছিল। দু' একটা বাজ পড়তেই সে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এসে মোড়লদের ঢেঁকিশালে মাঝের খুঁটিটি তার পুরুষ্ট বুক দিয়ে চেপে ধরেছিল। কিছুক্ষণ পরে গাঁয়ে হইহই। কে যেন চেচিঁয়ে বলেছিল - 'ও মোরুনি, মাঠে বাজ পড়ে মরে গেছে মড়িলাল!' শুনে মোরুনি প্রথমে থ হয়ে গিয়েছিল। এ কী শুনছে সে! আরও অনেকের সঙ্গে মোরুনি ছুটে গিয়েছিল মাঠে। জমির আলে শোয়ানো ছিল কালো ভ্রমর মড়িলালের নিথর দেহ। মোরুনি কাঁদতে কাঁদতে মরদের বুকে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। মোরুনি বহুদিন স্বাভাবিক হতে পারেনি। বিড়বিড় করে কী যেন বলত, আর মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। খাওয়াতেও তার রুচি ছিল না। ক্রমে মোরুনির শক্তপোক্ত চেহারা হয়ে যায় একেবারে হাড় গিলগিলে। তার মা বাপ তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল। কিন্তু তারা কতদিন! দিনের পর দিন ফুরোয়। একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় মোরুনির বাপ-মা। মোরুনি বাঁচার দাবিতে আবার লোকের ঘরে কাজ করতে বাধ্য হয়। সন্ধেয় ঘরে ফিরে তার আর কিছুই ভালো লাগে না। কোনোরকমে ছেঁড়া মাদুরটা মাটিতে পেতে অন্ধকার জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। বছর বছর ভাদ্রমাস আসে। মোরুনি সারাবছর সবকিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করলেও ভাদ্রমাসে তার খুব মনে পড়ে মড়িলালকে। মড়িলালকে কী মোরুনি ভুলে যেতে পারে! মড়িলালের মাতাল হয়ে তাকে মারপিট করা, আবার মাঝরাত অবধি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর, চুমুতে চুমুতে তার সর্বাঙ্গ ভরিয়ে দেওয়া কী করে ভুলে যাবে মোরুনি! লোকের ঘরে কাজ করতে করতে আনমনা হয়ে যায় সে। তার দুই গালে দরদর করে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। তার কাজের বাড়ির গিন্নি সের খানেক চাল ঢেলে দেয় মোরুনির জামবাটিতে। আর তার আঁচলে ঢেলে দেয় পোয়া দুয়েক মুড়ি। হাতে দেয় একটি গোটা বড় তাল। গিন্নির ডাকাডাকিতে হুঁশ ফেরে মোরুনির। তবে ডাগর ডোগর তালটাতে তার নজর আটকে যায়! কী কালো পুরুষ্ট তাল! ভাদরের তাল! মোরুনি তালটার দিকে ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে থাকে, শুধু তাকিয়েই থাকে।

হাওড়া নাট্যজন-এর বলিষ্ঠ প্রযোজনা 'একটি নিষিদ্ধ নাটক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৫ ই আগস্ট হাওড়া রামগোপাল মঞ্চে মঞ্চস্থ হলো নাট্যকার সৌমেন পালের এমনই একটি বলিষ্ঠ প্রযোজনা যা প্রতি মুহূর্তে চরম ঘা দেয় আমাদের সমাজকে বিদ্রুপে বিদ্ধ করে সম্পর্কের উপর আর উপহাস করে ক্ষমতার তথাকথিত নিয়ন্ত্রকদের রাষ্ট্র। হাওড়া নাট্যজন প্রযোজিত এবং অজয় সাউ পরিচালিত এই নাটকে এক অধ্যক্ষের ঘরে এক ব্ল্যাকমেইলার ঢুকে পড়ে তাদের সবকিছুকে এলোমেলো করে দেয়। এবং তাদের সম্পর্কগুলোকে ভেঙে দেয় ভাঙ্গনের কারণ অনুসন্ধানে সবচেয়ে বড় ভরসার মানুষগুলোর অবস্থান অচিরে বদলে যায়। ব্যক্তি স্বার্থের ঘাটে সব স্বার্থের বিসর্জন হয় মধ্যবিত্তের ড্রয়িং রুম হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের আঙ্গিনা । সুস্নাত মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে বিপ্লব সরকার সব সময় অধ্যক্ষের চরিত্র ধরে রাখতেপারেন নি উদ্যোগ এবং সৎ প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আরেকটু চরিত্রটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা যেতে পারত বেশ কিছু জায়গায় তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি ফলে দর্শককে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয় । অভিনয়ে উত্তেজনতা মাঝেমধ্যে এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল চরিত্রের সঙ্গে তা বেমানান সকালবেলায় বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ঘরে ঢোকা খুব সুন্দর লেগেছে বটে , কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়েছে বেল্ট বাঁধা তার কাছে বেশ অসুবিধেই হচ্ছে এরপর আহির ভাস্করের চরিত্র অনির্বাণ ঘোষ একজন পোড় খাওয়া পরিণত অভিনেতা বোঝা যায় বোঝা গেল। যদিও স্মার্ট অভিনয় করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় অত্যধিক চলাফেরা এবং সংলাপের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হাত-পা নাড়ার ফলে মূল চরিত্র থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। একজন ইন্টেলিজেন্ট ব্যুরোর জয়েন ডিরেক্টর আরো সংযত হওয়া উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়। আহিরের হাঁটাচলায় আরও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া উচিত ছিল । নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল একটি গোয়েন্দা গল্প যখন শ্রীমন গুপ্ত ঢুকলেন তখন থেকেই মনে হয়েছিল এটি একটি গোয়েন্দা গল্প। শ্রীমন গুপ্তের চরিত্রে ড. বাসুদেব ভট্টাচার্য এক কথায় অনবদ্য তার সংলাপ বলার ভঙ্গিমা এবং সংলাপের মাঝে মাঝে সংগীত পরিবেশন বেশ মানানসই যা দর্শক ভীষন উপভোগ করেছেন, এই নাটকে একমাত্র মহিলা চরিত্র শুচিস্মিতা বনিক মৌসুমী সাউ দক্ষ অভিনেত্রীর মত চরিত্রটি অভিনয় করেছেন তিনি যে কত বড় মাপের শিল্পী তা দর্শক আসনে বসেই পরখ করছিলাম কারণ যখন তিনি কান্নার দৃশ্যে অভিনয় করছিলেন তখন অঝোরে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল মঞ্চে । ভৃত্যের চরিত্রে পতিত পাবন বিপ্লব মন্ডল আরো যত্নবান হওয়া উচিত ছিল তার হাঁটাচলা কথা বলা আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। নাটক দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল যে এটি একটি গোয়েন্দা গল্প। কিন্তু পরে মনে হল যে এটি একটি সম্পূর্ণ আজকের সমাজের রাজনৈতিক এবং বর্তমান সমাজের সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং পরিচালক অজয় সাউ মুন্সীয়ানার সঙ্গে সেটি দর্শকের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। আমার মনে হয় শেষ দৃশ্যে শ্রীমন গুপ্তকে মঞ্চ থেকে না নামালেই ভালো হয় যদি নামাতেই হয় তাহলে ওখানে আলাদা ভাবে আলোর ব্যবস্থা করা দরকার। মঞ্চ /আবহ/প্রয়োগ এই তিনটের দায়িত্বেই ছিলেন অজয় সাউ মঞ্চের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান সুন্দর মঞ্চ সজ্জা করেছেন আবহ যথেষ্ট ভালো । প্রথম দিনের প্রথম রজনীতে এ নাটক দর্শকের মন জয় করেছে এ কথা বলা যেতেই পারে।

পুস্তক পরিচয়

নির্জনতার ডাকে নিজের ভিতরে ফেরা

সমরেশ মণ্ডল

'থেবড়ে যাচ্ছে শব্দগুলো, ছিরিছাঁদ নেই; অক্ষরের/ লাইনগুলো এঁকেবেঁকে /অবহেলায় পিছলে গেল সময়;/ কাজ নেই কাজের কাজও/ এও এক স্থবিরতা উদ্যোগহীন জরদ্গব' (তিনের পরে এক) অথবা 'দেড় হাজার ভুল পদ্যের মাঝখানে একটি কবিতার পাতা পতপত...' (ঐ) যযাতি দেবল যার পোশাকি নাম পরেশ মন্ডল সত্তর দশকের কবি। যে কালে হ্যান্ড কম্পোজ সীসা কালির সংঘর্ষে তৈরি হতো এক একটি পৃষ্ঠা। সেই সময়ের কবি লেখালেখির বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে এতদিনে তার ফুরসত হলো একটু গুছিয়ে নেবার। একটু ভুল হল, এক স্নেহের পাত্রের সহযোগিতায় সম্পূর্ণতা পেল তার এই আয়োজন। চার ফর্মার 'শিকড়ে মাটির ঘ্রাণ'। একটা বয়সের পর আর ইচ্ছা করে না কিছুই সংহত করার অথচ চেনা চেনা লাগে শ্মশানের কাছে গেলে। সেখানে ঠাকুর দেবতা না স্মরণে আসে এসো/শব্দের তিলক কেটে অক্ষর সাজাও/অস্থি মজ্জা মাংস নাও/ ধুনি জ্বালো, আমাকে পোড়াও !' (কদমখণ্ডী ঘাট) কিন্তু যে জীবনে কবিতার স্পর্শদোষ ঘটে গেছে সেখানে কেউ কি স্থির থাকতে পারে? প্রবীণ কবির কাছের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে' প্রান্ত ছুঁতে গিয়ে কবিতার হাত ধরেছিল যে কবি/ কিন্তু সে কবিতাও বড়ো অক্ষরহীন /সে এখন প্রান্তিক; চোখ বাঁধা; কানামাছির সঙ্গীরা উধাও/কোনদিকে গেলে খুঁজে পাবে ঠিক ঠিকানা!/জানা নেই... (জানা নেই) আমরা সত্তরের এদিক ওদিকের তরুণ এই বই পড়তে পড়তে নির্জনতার ডাকে ভিতরে ভিতরে ছায়া সরে যেতে দেখবো, যার একমাত্র ব্যাখ্যা কবিতার আলোয় বেঁচে থাকার আয়োজন।

শিকড়ে মাটির ঘ্রাণ। নাটমন্দির। পুরুলিয়া। একশ কুড়ি টাকা।

শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন আরামবাগ হাইস্কুলের কৃতি শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে রাজ্য সরকারের 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কারে ভূষিত হতে চলেছেন আরামবাগ হাইস্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু। সম্মান প্রাপকদের নামাঙ্কিত চিঠি ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে গেছে ওনার কাছে। প্রতি বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবার হুগলি জেলার কৃতি শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু সেই পুরস্কার পাচ্ছেন।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সম্মান প্রদান করবেন। সরকারের চিঠি হাতে পেয়ে খুশি ওই শিক্ষক থেকে শুরু করে আরামবাগ হাইস্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা। আরামবাগ হাইস্কুলের টুডুবাবু নামে পরিচিত এই বিশিষ্ট শিক্ষক ১৯৯৩ সালে শিক্ষক হিসাবে তাঁর পথচলা শুরু হয়।২০১৬ সালে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব নেন। আজও সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। বিদ্যালয়ের পাঠদান যাতে প্রাণবন্ত ও জীবনমুখী হয়, তার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন। যে কারণে মফস্বল শহরের বিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে। স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাছাড়াও স্কুল অন্ত-প্রাণ এই মানুষটি নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সেই সঙ্গে লেখালেখি ও সাংস্কৃতিক জগতেও তিনি নিরন্তর ও অবাধ বিচরণ করেন। স্কুলে পাঠদানের পর অবসর সময়ে সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এই বিষয়ে শিক্ষারত্ন মনোনীত শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু বলেন, শিক্ষারত্ন হিসাবে মনোনীত হয়ে ভালো লাগছে। প্রাণপ্রিয় ছাত্রদের পড়াতে ও স্কুলের অন্যান্য কাজ করতেই বেশি ভালো লাগে। অবসর সময়ে সামাজিক কাজে অংশ নিই। অপরদিকে, আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, খবরটা পাওয়ার পরেই আনন্দে বুক ভরে যায়। আরামবাগ হাইস্কুলের সকল শিক্ষক, শিক্ষকর্মী ও ছাত্ররা টুডুবাবুকে ভীষণ ভালোবাসেন। উনি নিষ্ঠার সঙ্গে স্কুলের কাজ করেন। তাছাড়া আরামবাগ হাইস্কুল একটা পরিবার। এই পরিবারের এক সদস্য শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন তা আনন্দের বিষয়। সবমিলিয়ে আরামবাগ হাইস্কুলের টুডুবাবু শিক্ষারত্ন মনোনীত হওয়ায় খুশি হাওয়া আরামবাগ জুড়ে।

ইছামতির গর্ভে যেতে বসেছে বিনোদন সৈকত, হেলদোল নেই প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: দুই বাংলার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্য নজরুল সৈকত ইছামতির গর্ভে যেতে বসেছে। ভাঙন ধরেছে কনস্ট্রাকশনে। যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বাম জামানায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বানানো এই পার্কটি। অথচ হেলদোল নেই প্রশাসনের।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার টাকি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাসনাবাদে ইছামতি নদীর পাড়ে নজরুল বিনোদন সৈকত তৎকালীন বাম জামানার তৃণমূল পরিচালিত টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল। ইছামতি নদীর পাড়ে ৫০০ মিটার জায়গা নিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে শিশুদের বিনোদন ও বয়স্কদের বিশ্রামের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। একদিকে ইছামতি নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের একটি বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা অন্যদিকে মাঝি মোল্লাদের দূর দুরান্ত থেকে এসে ওখানে বসে একটু নিরাপদ সময় কাটানোর পাশাপাশি দুই বাংলার দুর্গাপুজোর সময় বহু দর্শনার্থীরা এসে এখানে বসে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতেন। নদীর বাঁধে ভাঙন ধীরে ধীরে গিলে খাচ্ছে নজরুল পার্কের পুরো অংশটাই।

একদিকে রয়েছে শিবলিঙ্গ অন্যদিকে রয়েছে নজরুলের আবক্ষ মূর্তি। যেটা নদী গর্ভে যাওয়ার সময়ের অপেক্ষা। বটগাছের নিচে শিবলিঙ্গ সেটাও ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে নদীগর্ভে। সবমিলিয়ে উদাসীন প্রশাসন, পুরসভা ও সেচ দপ্তরকে বারবার জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। হচ্ছে হবে করেই ধীরে ধীরে এই বিনোদন সৈকত চলে যাচ্ছে নদী মধ্যে। নদী পাড়ের বাসিন্দারা, ব্যবসায়ী, থেকে মাঝি মোল্লারা বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে কোনও সময় পার্কটি ভেঙে নদী গর্ভে চলে যাবে। টাকি পুরসভা চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন আমরা সেচদপ্তরকে জানিয়েছি, খুব শীঘ্রই সংস্কারের কথা চিন্তা ভাবনা করছি। এই সৈকত দুই বাংলার স্মৃতি বিজড়িত নজরুল পার্ক হিসেবে পরিচিত। তাই টাকি হাসনাবাদ মানুষের কাছে দুই বাংলার মেলবন্ধনের সৌন্দর্যে নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। আজ ভগ্নদশা বেহাল তাই তারা চাইছেন দ্রুত সংস্কার হোক ইন্দো বাংলার এই সৈকত। টাকি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর উমা মণ্ডল বলেন, বারবার টাকি পুরসভাকে বলা সত্ত্বেও তার সংস্কার হয়নি।

সেরা স্কুল মূল্যায়নের নিরিখে স্থান পেল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বহু বিতর্ক উঠেছিল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের বিরুদ্ধে। প্রতিবারে বিতর্কের খবরের শিরোনামে ছিল ওই স্কুল। এবার বিতর্ককে পিছনে ফেলে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের মধ্যে বর্ধমান জেলায় সেরা স্কুল মূল্যায়নের নিরিখে স্থান পেল পূর্ব বর্ধমান জেলার একমাত্র স্কুল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল। জেলার কয়েকশো স্কুলের মধ্যে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলকে অন্যতম সেরা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২২-২৩ সালের রাজ্যের সেরা স্কুলের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ১৩টি স্কুল। ১৩টি মধ্যে ১১টি শিক্ষাক্ষেত্রে এবং দুটি খেলাধুলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এর আগে ২০১৮ সালেও এই সম্মান অর্জন করেছিল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুল। রাজ্যের সেরা তালিকায় দ্বিতীয়বার স্থান পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত স্কুলের ছাত্র, অভিভাবক থেকে প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন। উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাচীন স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম এই স্কুল। গত শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় রাজ্যের সেরা দশের মধ্যে ছয়জন ছাত্রই ছিল এই স্কুলের। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকাতেও সেরা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নাম ছিল এই স্কুলের ছাত্রদের। উল্লেখ্য, এর আগেও প্রায় প্রতি বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে এই স্কুলের বহু ছাত্র রাজ্য মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

চালু হল আইসিডিএস সেন্টারে রান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তিন মাস ধরে মেলেনি সবজি, জ্বালানি ও ডিমের বিল। বার বার ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দরবার করেও মেলেনি বকেয়া টাকা। বকেয়া টাকা না পাওয়ায় শুক্রবার ওন্দা ব্লকের ৩৬০ টি আইসিডিএস কেন্দ্রে শিশুদের খাবার বন্ধ করে দেয় আইসিডিএস কর্মীরা। আইসিডিএস কর্মীরা দাবি করেন তিন মাস ধরে বাকি রয়েছে সবজি, জ্বালানি ও ডিমের টাকা। সেই টাকা না পাওয়াতে সেন্টারে রান্না বন্ধ করে দেন আইসিডিএস কর্মীরা। এর ফলে খাবার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েন শিশুরা। সেই খবর প্রকাশ পেতেই চাপে পড়ে আইসিডিএস কেন্দ্র। শনিবার থেকে ফের রান্না চালু হল ওন্দার আইসিডিএস সেন্টারগুলিতে। আইসিডিএস কর্মীদের দাবি, ওন্দা সিডিপিও আধিকারিকের আশ্বাসে ফের রান্না চালু হয়েছে। আইসিডিএস কর্মীদের দাবি, বকেয়া বিল শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফ থেকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, মামরা বাজার, দুর্গাপুর দ্বারা একটি গাড়ি বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তি **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** এর টেন্ডার সাইট দেখতে পারেন। বিস্তারিত জানতে আমাদের সঙ্গে **যোগাযোগের নং :** ৭৪৭৯০ ০১০২৮/৮০০১০ ৯১৫৫৫।

সংশোধনী

গত ০১.০৯.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত এন পি আর ফাইনান্স লিমিটেডের "৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তিতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেরে অন্তিম লাইনে কোম্পানির ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার লিঙ্কটি http-//nprfinance.com/wp-content/uploads/2023/08/ANNUAL-REPORT-2022-2023-1.pdf এর পরিবর্তে "**http://nprfinance.com/wp-content/uploads/2023/08/ANNUAL-REPORT-2022-2023-1.pdf**" পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

এবার বসিরহাটে টোটো নিয়ন্ত্রণে কিউআর কোড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মধ্যমগ্রামের পর এবার বসিরহাট। শহরের যানজট ও রাস্তায় যত্রতত্র টোটোর দাপট ঠেকাতে লাগানো হচ্ছে কিউআর কোড। এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বসিরহাট পুরসভার উদ্যোগে। ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙা সীমান্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে। নিত্যদিনে যানজটে জর্জরিত বসিরহাট শহর। প্রথম দিকে টোটো মন কেড়েছিল শহরবাসীর। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সেই টোটোই শহরের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বসিরহাট শহর জুড়ে এই মুহূর্তে ২৫০০-৩০০০ টোটো চলছে। অলিতে গলিতে টোটো স্ট্যান্ড গজিয়ে উঠছে। একইসঙ্গে অটোচালকদের সঙ্গে টোটোচালকদের মন কষাকষি যেন নিত্য ঘটনা। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য টোটোগুলিকে বৈধতা দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল বসিরহাট পুরসভা। টোটোগুলিতে কিউআর কোড হলই পরিচয়পত্র। আগামী মাসের মধ্যেই এই অভিনব উদ্যোগ চালু হতে চলেছে। এ বিষয়ে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি-এর সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মিত্র বলেন, বেকার যুবকদের শুধুমাত্র টোটো চালানোর সুযোগ দেওয়া হবে, মালিকানাধীন ভাবে একই ব্যক্তির একাধিক রেজিস্ট্রেশনের টোটো চালানো বন্ধ করা হবে। আগামী মাস থেকেই বসিরহাটের টোটোগুলিতে কিউআর কোড বসানো হবে। জানা গিয়েছে, এই কোড স্ক্যান করা হলে টোটো মালিকের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। সরকারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে এক্ষেত্রে। এই উদ্যোগ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে যে সমস্ত টোটোগুলিতে কিউআর কোড থাকবে না সেগুলিতে আর বসিরহাটে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

ফলে একদিকে যেমন টোটোর একচেটিয়া দাপট ঠেকানো সম্ভব হবে, তেমনই বেআইনিভাবে যে টোটোগুলি চলছিল তা ঠেকানো সম্ভব হবে। পুরো পদ্ধতিটিই ডিজিটাল হতে চলেছে। সব মিলিয়ে বসিরহাট শহর পুজোর আগেই যানজটহীন হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অব্যবস্থার কারণে প্রধান শিক্ষককে ধমক পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নদী পেরিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যাতায়াত করতে হয় স্কুলে। সময়মতো ডিঙি মেলে না এই অজুহাতে প্রায় দিনই স্কুলে আসেন না শিক্ষক শিক্ষিকারা। বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের মানাচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমনই নানা অব্যবস্থার ছবি উঠে এসেছিল আমাদের ক্যামেরায়। সেই খবর সম্প্রচার হতেই নড়েচড়ে বসল মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতি। সরেজমিনে স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে এই সমস্ত অব্যস্থার জন্য ব্যাপক ধমক চমক দিলেন মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মলয় মুখোপাধ্যায়।

বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের মানাচরের অবস্থান একেবারে দামোদর নদের গর্ভে। দু'দিক দিয়ে বয়ে চলা দামোদর নদ পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয় এলাকার মানুষকে। যাতায়াত ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই চরের মানুষের জীবন ও জীবিকা। এই চরে থাকা একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। সময়মতো ডিঙি না মেলার অজুহাতে মাঝেমধ্যেই স্কুলে আসেন না প্রধান শিক্ষক। অপর একজন শিক্ষিকা প্রায়শই স্কুলে এলেও তাঁরও আসা যাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। অনাদরে স্কুল চত্বর ভরেছে ঝোপঝাড়ে। পড়ুয়ার সংখ্যা নামতে নামতে এখন ঠেকেছে ১১ জনে। সংবাদমাধ্যমে ছবি প্রকাশ আসতেই তারপরই নড়েচড়ে বসে মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতি ও স্থানীয় স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এরপরই স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে ওই স্কুলের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মলয় মুখোপাধ্যায়। ডিঙি না মেলার অজুহাতে দিনের পর দিন স্কুলে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। স্কুলের এই অব্যবস্থার জন্য পুরোপুরি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সদিচ্ছার অভাবকে দায়ী করেন তিনি। এর পাশাপাশি স্কুলে সময়মতো শিক্ষক শিক্ষিকারা যাতে পৌঁছতে পারেন তার জন্য একটি ডিঙির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় পঞ্চায়েত সমিতিতে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে দাবি কিছু সমস্যা ইতিমধ্যেই মেটানো হয়েছে। বাকি সমস্যাগুলিও আগামীদিনে মেটানোর চেষ্টা করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

ইন্ডিয়ান বैंক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিরট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স আশিস কুমার সিংহ **স্বত্বাধিকারী :** আশিস কুমার সিংহ (স্বত্বাধিকারী, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) **শাখা :** চৌরঙ্গি রোড	ক. ০৩.০৫.২০২৩ খ. ২৯.০৮.২০২৩	**৬১,৬২,১৫৪.০০ টাকা** (একষট্টি লাখ বাষট্টি হাজার একশো চুয়ান্ন টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং বি-৩, ৪র্থ তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে, পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৬৩০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পুর প্রেমিসেস নং ৮৭/৫২এ, বোসপুকুর রোড,ওয়ার্ড নং ৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, তৌজি নং ১৪৫, প্লট নং -১/এম, দাগ নং ১৩৬৭, ১৩৭২ খতিয়ান নং ৬৬৮, ৬৯৫, থানা-কসবা, কলকাতা- ৭০০০৪২, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : **উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** প্লট নং ১/এ, এবং ১/সি (রুনু সরকারের সম্পত্তি), **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া রোড, **পশ্চিমে :** প্লট নং ১/১ (শ্যামল বোসের সম্পত্তি) সমন্বিত।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স প্রিন্স স্যানকস এন্ড কনফেকশনারস (স্বত্বাধিকারী ফার্ম) ত্রিনয়নী ১ম তল, ৩১১/৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫ এবং **শ্রী প্রদীপ কুমার মাইতি** (মেসার্স প্রিন্স স্যানকস এন্ড কনফেকশনারস ১/১০৮/২ আজাদগড়, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪০, (এ/সি - ৬৪৪৮৮২৪৮৪৫ এবং ৬৮৮৭৭২৮৪৫৮) **শাখা :** ভবানীপুর	ক. ০৫.০৬.২০২৩ খ. ২৯.০৮.২০২৩	৮,৭৩,৮৭১.০০ টাকা (আট লাখ তিয়াত্তর হাজার আটশো একাত্তর টাকা) ০৫.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	**সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্রেমিসেস নং ৩১১/৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫, এরিয়া পরিমাণ ৮৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দক্ষিণ দিকে একতলায় ত্রিনয়নী ভবনে, ওয়ার্ড নং ৯৪, কেএমসি, থানা- যাদবপুর (সাবেক টালিগঞ্জ), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা,চৌহদ্দি : দলিল অনুযায়ী : উত্তরে : প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, দক্ষিণে : একটি কক্ষ গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত, পূর্বে : লেন, পশ্চিমে : কার্ড পার্কিং স্পেস, চৌহদ্দি (বর্তমানে) : উত্তরে : প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, দক্ষিণে : ৩১১/১০/২,প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,পূর্বে : পুর সড়ক , পশ্চিমে : পি- ২০, ১১৪, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড সমন্বিত।**

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI
Bank of India
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **২৫.০৯.২০২৩** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **২৬.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১০:০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২৬০৭৭৬১০০০০৩৪৫ এবং বাঁকুড়া শাখা	মিলনময় কুন্ডু	সেকেন্ড ফিডার রোড, বাঁকুড়া-৭২২১০১	৮৪.৯৬ গ্রাম
৪২৬০৭৭৬১০০০০৪৬৮ এবং বাঁকুড়া শাখা	শঙ্খবীণা দাস	পিতা নিশির কুমার দাস বক্সিবাজার, ভগবানসিংহ লেন ডব্লু মেদিনীপুর-৭২১১০১	৪৮.৫০ গ্রাম
৪২৬০৭৭৬১০০০০৩৪৪ এবং বাঁকুড়া শাখা	বুধন গোরাই	পিতা নন্দলাল গোরাই ভাটিগাড়া, সংবাধা বাঁকুড়া-৭২২১০১	২৯.৩৫ গ্রাম
৩৯০৩৭৭৬১০০০১১৪৬ এবং পুছড়া শাখা	রেখা বিশ্বাস	স্বামী- প্রহ্লাদ বিশ্বাস, পোঃঅঃ-পাঁছরা, রূপপুর, থানা-জামালপুর জেলা-বর্ধমান-৭১৩৪০১	১৮.৪০ গ্রাম
৪২৭০৭৭৬১০০০০০১২ এবং পুরুলিয়া শাখা	লক্ষ্মী পাঠক	এইচএনও ১০১সি রাধিকা নগর খরঙ্গঝাড়, টেলকো পূর্বি সিংভূম-৮৩১০০৪	২৪.৯৮ গ্রাম
৩৯০৬৭৭৬১০০০১০৯০ এবং বড়পলাশন শাখা	আজিজুর রহমান সেখ	পিতা- হাবিবুর গিঘির পাড়, পোঃঅঃ বড়পলাশন জেলা- বর্ধমান-৭১৩৪২৬	৫.৫০ গ্রাম

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L01222WB1983PLC059695
রেজিস্টার্ড অফিস : আরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স :** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯, **ইমেল :** info@taiind.com
ওয়েবসাইট : www.taiind.com

সংবাদপত্রে সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বেলা ৩.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') (পরবর্তীতে 'বৈদ্যুতিন মাধ্যমে' হিসেবে উল্লিখিত) মতে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক প্রচারিত মতে নোটিশে উল্লিখিত মতে বিষয়সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হবে।
কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সামাজিক পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মোতাবেক ব্যক্তির বিভিন্ন স্থানে গন্তব্যের কারণে সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২, এবং ১১/২০২২ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ০৮ ডিসেম্বর ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ০৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত ('এমসিএ') (সম্মিলিতিভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত) এবং সার্কুলার নং সেবি/হো/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এবং সেবি/হো/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/ ২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে ২০২২ এবং সেবি/হো/সিএফডি/পিওডি-২/পি/ সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সম্মিলিতভাবে 'সেবি সার্কুলারস' হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে ('দ্য আইন'), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, সংশোধিত ('লিস্টিং রেগুলেশনস'), এমসিএ সার্কুলার্স, এবং সেবি সার্কুলার্স, অনুষ্ঠানে অনুমোদিত, কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভেনুতে সদস্যগণের উপস্থিতির আবশ্যকতা নেই। এজিএম এর প্রক্রিয়া কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে চিহ্নিত এজিএমের জন্য। লিঙ্ক ইন টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ('এলআইআইপিএল') দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগদান এবং এজিএমতে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে। ভিসি মাধ্যমে এজিএমতে যোগদান বিষয়ে প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিম্নমতে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.taiind.com পাওয়া যাবে।
বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সকল সদস্যকে পাঠানো হচ্ছে যেসকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজটরিজের নিকট উক্ত এমসিএ সার্কুলারস এবং সেবি সার্কুলারস তারিখ ১২ মে ২০২০ অনুযায়ী জারিকৃত অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত তাদেরই পাঠানো হচ্ছে। সদস্যগণ অবগত হোন বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.taiind.com লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com তেও পাওয়া যাবে।
সদস্যগণ কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলি দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যগণের সংখ্যা কোরামের কারণে গণনা করা হবে সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কেম্পানি আইনের ১০৩ ধারার সংস্থান অনুযায়ী।
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারার সংস্থান এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কেম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অধীনে কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে ('রিমোট ই-ভোটিং') সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ সম্পাদনের জন্য ভোটদানের মাধ্যমে। অতিরিক্তভাবে কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে (ই-ভোটিং)। রিমোট ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :
ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫টায় এ শেষ হবে।
খ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
এ. দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। উপরোক্ত তারিখ এবং ভোটদানের সময়ের পরে ভোট দেওয়ার জন্য এবং সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
বি. যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু সভায় আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না।
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ভোটদানের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যাদের নাম কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন enotices@ linkintime.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই এলআইআইপিএল:https:-//instavote.linkintime.co.in ই-ভোটিং সিস্টেমে নিবন্ধিত হন এবং/ অথবা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য কোনও কোম্পানির আগে ভোট দিয়েছেন, তাহলে তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন ভোট দেওয়ার জন্য।
ইমেইল আইডি নিবন্ধন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ :
শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট "আরটিএ"/ডিপোজিটরিতে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত থাকলে, নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় ই-ভোটিং-এর জন্য লগ ইনের বিবরণ পাঠানো হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডার যদি কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকে, তাহলে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে :
(ক) অনুগ্রহ করে আমাদের আরটিএ, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লি., www.linkintime.co.in-এর ওয়েবসাইটে লগ ইন করুন ইনভেস্টর সার্ভিসেস > ইমেল/ব্যাঙ্কের বিস্তারিত রেজিস্ট্রেশনের অধীনে - বিশদ পূরণ করুন, প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করুন এবং জমা দিন।
(খ) ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে :
শেয়ারহোল্ডার অনুগ্রহ করে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর ("ডিপি") সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ডিপির অনুসরণ ও পরামর্শ অনুযায়ী ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইমেল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করতে পারেন।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে নোটিশ দেওয়া হল, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর নিয়ম ১০ এর সাথে পড়া এবং সেবি-র রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা, ২০১৫ বিধি) অনুযায়ী ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বন্ধ থাকবে। উল্লিখিত বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.taiind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যবসা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
৫) ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্ন বা অভিযোগের জন্য সদস্যরা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং সহায়তার অধীনে https://instavote.linkintime.co.in-এ উপলব্ধ ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, অথবা enotices@linkintime.co.in-এ একটি ইমেল লিখুন বা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করুন।
শেয়ারহোল্ডার/সদস্যদের লগইন/ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে, তারা instameet@linkintime.co.in-এ ইমেল পাঠাতে পারেন বা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-৪৯১৮৬১৭৫ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি
(এসিএস - ২৯৬২০)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

কাঁকসার মলানদিঘি পঞ্চায়েত

২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে উঠলেও আজও শুরু হল না কাজ

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রে ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে উঠলেও আজও শুরু হল না কাজ। কাঁকসার মলানদিঘি পঞ্চায়েতের কুনুর নদীর তীরে ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে গড়ে তোলা হয়েছে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। প্রায় এক বছর আগেই শেষ হয়েছে নির্মাণ কাজ। বর্তমানে ওই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের চার পাশ ঢেকেছে আগাছায়। শুনশান হয়ে পড়ে আছে কেন্দ্রটি। সন্ধ্যা নামলেই সমাজ বিরোধীদের আখড়া হয়ে গিয়েছে, সন্ধ্যা হলেই বসে মদের আসর এমনটাই দাবি স্থানীদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমুল নেতা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সরকারের টাকা খরচ করায় যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল এখন এটি চালু করা নিয়ে কোনও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না কারোর। এই তৃণমূল নেতাকে সমর্থন করে বেশ কয়েকজন যুবক বলেন, মলানদিঘি পঞ্চায়েত এলাকা এখন আর সেই জঙ্গলমহল নেই।

শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বাসিন্দাদের। কাছেই সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। প্রচুর বহুতল আবাসন। হোটেল সহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ গড়ে উঠেছে। তাই পঞ্চায়েতের উচিত দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা।

এক বহুতল আবাসনের বাসিন্দা তিমিররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, শহরে আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রায় আধা শহর হয়ে যাওয়া মলানদিঘি পঞ্চায়েতে কোনও ব্যবস্থা নেই আবর্জনা সংগ্রহ করার। তাই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র চালু হলে এই সমস্যার সমাধান হবে। পঞ্চায়েতের উচিত দ্রুত চালু করা। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এটি চালু করা হবে আর তারই খোঁজ চলছে। মলানদিঘি পঞ্চায়েত এলাকা এখন আর সেই পুরনো জঙ্গল মহল নেই, দূষণ মুক্ত রাখতে চালু করা অতি প্রয়োজন এই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের।

মলানদিঘি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা দুর্গাপুর আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমি সদ্য দায়িত্ব নিয়েছি। এখন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি কেমন অবস্থায় আছে কিভাবে চালু করা যাবে তা জেনেই বলতে পারব কত দ্রুত চালু করা যাবে। তবে নিশ্চিত দ্রুত চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অন্যদিকে বিজেপি নেতা রমন শর্মার দাবি, কাটমানি নেওয়ার ব্যাপার ছিল পেয়ে গেছে সবাই। ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছে তাই ওই কেন্দ্রটি চালু করার আর কারো কোনো উদ্যোগ নেই। কেন্দ্র সরকার ভারতবর্ষের প্রতিটি পঞ্চায়েতে এই প্রকল্প চালু করলেও কাঁকসা ব্লকের মানুষের দুর্ভাগ্য যে শুধুমাত্র একটি পঞ্চায়েতে এই প্রকল্পের কাজ হলেও তা শুরুই করতে পারল না পঞ্চায়েত। পূর্বের পঞ্চায়েত তো পারেনি এখন বর্তমান পঞ্চায়েত কতটা কি করতে পারবে এখন সেটাই দেখার।

পাঁচ মাস ধরে মেলেনি মজুরি, বন্ধ পেনশন

কাজ বন্ধ করে সোনামুখী পুরসভার সামনে অবস্থান শ্রমিক ও অবসরপ্রাপ্তদের

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে বন্ধ অস্থায়ী কর্মীদের বেতন। সাত মাস ধরে বন্ধ পেনশনারদের পেনশন। বারেবারে পুরসভাকে জানিয়েও হাল বদলায়নি। অগত্যা পুরসভার সামনে গত চারদিন ধরে কাজ বন্ধ করে লাগাতার অবস্থানে বসে রয়েছেন অস্থায়ী শ্রমিক ও পেনশনাররা। অস্থায়ী শ্রমিকরা কাজ না করায় শহর জুড়ে জমছে আবর্জনার স্তূপ। ঘটনা বাঁকুড়ার সোনামুখী পুরসভার।

বাঁকুড়ার সোনামুখী পুরসভায় অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন প্রায় সাড়ে তিনশো জন। এর মধ্যে বেশিরভাগের কাঁধেই শহর সাফাই করার দায়িত্ব। কেউ কেউ রয়েছেন পুরসভার নিজস্ব বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য বিভাগেও। নো ওয়ার্ক নো পে'র ভিত্তিতে কাজ করা এই অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া রয়েছে গত পাঁচ মাস ধরে। ফলে স্বল্প বেতনে কাজ করা এই শ্রমিকরা চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েছেন। একই অবস্থা পুরসভা থেকে অবসর নেওয়া প্রায় ৪৫ জন কর্মীরও। অভিযোগ গত সাতমাস ধরে তাঁদের পেনশন বন্ধ করে রেখেছে পুরসভা। পেনশনারদের একাংশের দাবি, মাসের পর মাস পেনশন না পেয়ে অনেকের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে ওষুধ কিনতে পারছেন না। এই অবস্থায় বুধবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে সোনামুখী পুরসভার সামনের গেটে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেন পেনশনাররাও। বকেয়া বেতন না পাওয়া পর্যন্ত অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এদিকে পুরসভার প্রায় সমস্ত অস্থায়ী কর্মী কাজে যোগ না দিয়ে আন্দোলন শুরু করায় সোনামুখী পুর এলাকায় কার্যত থমকে গেছে সাফাই কাজ। শহর জুড়ে রাস্তার ধারে জমছে আবর্জনার স্তূপ। ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও পাচ্ছেন না শহরের সাধারণ মানুষ। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তিতে পড়ে গোটা ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এটেছে সোনামুখী পুরসভা। পুরসভায় আসা তো দূরের কথা সংবাদমাধ্যমের ফোনই ধরছেন না সোনামুখীর পুরপ্রধান।

১ সেপ্টেম্বর থেকে পালিত হচ্ছে জাতীয় পুষ্টি মাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ১ সেপ্টেম্বর থেকে পুরো মাস জুড়ে সমগ্র দেশে পালিত হচ্ছে জাতীয় পুষ্টি মাস। এই উপলক্ষে পুষ্টি বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে এবং মানুষের মধ্যে রোগ প্রবণতা কমাতে পথে নেমেছে বর্ধমানের অগ্রণী পুষ্টি বিশেষজ্ঞ সংস্থা বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংস্থার সম্পাদক তথা বিশিষ্ট পুষ্টিশিক্ষক প্রলয় মজুমদার বলেন এবারের পুষ্টি মাসের থিম হল 'সুপোষিত ভারত, স্বাক্ষর ভারত, সশক্ত ভারত'। এই থিমকে মাথায় রেখে আমরা মানুষের পুষ্টির মান উন্নয়নে বিশিষ্ট ডায়েটিশিয়ানদের সহায়তায় বিনামূল্যে ডায়েট চার্ট প্রদান করছি এবং সারা মাস জুড়ে এই কাজ চলবে বর্ধমান শহর ও আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে। এছাড়াও এই মাসে বিভিন্ন স্কুলে সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করে তোলা হবে। প্রলয়বাবু আরও বলেন, খাদ্যাভ্যাসে বদল এনে মানুষ যাতে সুপুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী গড়ে তুলতে পারেন সেই লক্ষেই এই অভিযান। বিশিষ্ট ডায়েটিশিয়ান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুনন্দা প্রামাণিক, অমৃতা হাজরা, তমন্না সরকার, লাবনী ভট্টাচর্য, দ্যুতি কোনার এবং মহম্মদ সফিকুর রহমান। পথচলতি বিভিন্ন মানুষ এদিন সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পুরুলিয়ার সাঁওতালডি কলেজে লাইব্রেরি ভবনের উদ্বোধনে বিতর্ক

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

নেই কোনও ব্যবস্থা, অস্বস্তিতে সাংসদ

নিজের সাংসদ তহবিল থেকে দেওয়া অর্থে কলেজের লাইব্রেরি ভবনের ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। ঘটনাটি পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের উসিড় গ্রামে অবস্থিত সাঁওতালডি কলেজের। শনিবার দুপুরে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এলাকার তথা পাড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরিকে সহ দলের অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীদের সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান সাঁওতালডি কলেজে। কলেজে পৌঁছে তিনি দেখেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কোনও ব্যবস্থা করেননি কলেজ কর্তৃপক্ষ। এরপর সাংসদ বিধায়ক সহ অন্যান্যদের নিয়ে কলেজের প্রিন্সিপালের রুমের সামনে যান সাংসদ। প্রিন্সিপাল রুমের ভিতরে থাকলেও তার রুমের দরজা বন্ধ। এরপর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর প্রিন্সিপালের রুমের দরজা খোলা হয়। এরপর সাংসদ প্রিন্সিপালের সামনে গিয়ে জানতে চান যে কলেজের জন্য লাইব্রেরি ভবনের উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে তাই তিনি এসেছেন। প্রিন্সিপাল সাংসদকে উত্তর দেন আজ কোনও উদ্বোধন হওয়ার কথা নেই তো। এমন শুনেই সাংসদ হতবাক। তিনি প্রিন্সিপালের কাছে জানতে চান আমি আজ এই কলেজে আসব ও উদ্বোধন হবে সেই তথ্য আপনি জানেন না। প্রিন্সিপাল উত্তর দেন 'না'। এরপর সাংসদ বলেন, আমার সাংসদ তহবিল থেকে এই কলেজের লাইব্রেরি গড়ার জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং তা নির্মাণ করাও হয়ে গিয়েছে সেটা জানেন তো? কলেজের প্রিন্সিপাল নবনীতা দত্ত তার উত্তরে সাংসদকে জানান, তার জানা নেই। কারণ তিনি নতুন এসেছেন।

এরপরই সাংসদকে প্রিন্সিপাল বলেন, ঠিক আছে অন্য একদিন ঠিক করে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হবে ভবনটির। কিন্তু সাংসদ তাতে রাজি না হয়ে তিনি নিজেই ফিতা কাঁচি নিয়ে তার সাংসদ তহবিলের অর্থে নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। তবে উল্লেখ্য, ক্যান্টিনভবনের জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই ভবনটি লাইব্রেরি ভবনের কাজে লাগিয়েছে। এদিন সাংসদ সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ করে বলেন, গত বছর ২০২২ সালে এই কলেজ থেকে একটা আবেদন যায় আমার কাছে যে এই কলেজে ক্যান্টিনের ভবনের সমস্যা আছে তাই একটা ভবন তৈরি করে দিতে হবে। সেই মতো আমার সাংসদ তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হয় ও তার কাজ ছয় মাসের মধ্যেই শেষ হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে লোকাল বিধায়ক কিংবা সাংসদকে আর ডাকেন না। তিনদিন আগে আমাকে সূচনা দেওয়া হল যে আপনি আসুন ওইদিন বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন হবে। আমি ক্যান্টিন এর জন্য দিয়েছিলাম। আসার পর শুনলাম সেটা লাইব্রেরি হয়েছে। পঠনপাঠনের আরো সুবিধা হবে। কিন্তু আসার পর দেখলাম উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা তো দূরের কথা গেট বন্ধ। প্রিন্সিপালের দরজা বন্ধ। সব স্টাফরা নিজের নিজের রুমে তালা বন্ধ করে আছে। আমি এদের মধ্যে উদ্বোধন অনুষ্ঠান না করার আশঙ্কা দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করলে বলা হয় আজ কোনও ভাবেই উদ্বোধন হবে না, পরে আমরা তারিখ জানিয়ে দেব। আমি রাজি হইনি। অন্যদিকে কলেজের প্রিন্সিপাল নবনীতা দত্ত বলেন, আমি নতুন এসেছি আমার জানা ছিল না বিষয়টা। সাংসদ আসবেন উদ্বোধন করতে তাও তিনি জানতেন না।

হাওড়ার দ্বীপ এলাকায় বর্জ্য নিষ্কাশন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করলেন হাওড়া জেলাশাসক মুক্তা আর্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার হাওড়ার দ্বীপ এলাকা ভাটোরায় বর্জ্য নিষ্কাশন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করলেন হাওড়া জেলাশাসক মুক্তা আর্য। এদিন তিনি দক্ষিণ ভাঁটোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকায় বর্জ্য নিষ্কাশন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে জানান, এই ধরনের কাজের ফলে হাওড়ার দ্বীপ এলাকা আরো বেশি পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত হবে। প্রসঙ্গত, দ্বীপ এলাকা ভাঁটোরা এবং চিৎনান এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত রূপনারায়ণ এবং মুন্ডেশ্বরী নদী দিয়ে ঘেরা। সেখানে এলাকা মানুষের ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবহার করা হবে বলে জানান জেলাশাসক। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত পাল, ভাঁটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অশোক গায়েন সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব ও এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে পোলবাতে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

মহিলার বাড়ি ভাঙচুর, মৃতের পরিবারকে থানায় তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা: বন্ধুর মায়ের সঙ্গে রয়েছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। অভিযোগ উঠেছিল এমনই। বিতর্কের মধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় এক যুবকের। এর জেরেই এবার মহিলার বাড়িতে ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ১১ মার্চ অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় হুগলির পোলবার মণিপুর গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত মালিকের। যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় পুকুর পাড়ে। তারপরেই প্রকাশ্যে আসে ওই যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাঁরই এক বন্ধুর মায়ের। যার জেরে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। ওই মহিলার ভাসুরের অভিযোগ, তাঁদের ধানজমির বীজ তলা নষ্ট করে দিয়েছিল ওই যুবকের পরিবার। ঘটনার পর তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন, হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হন। শনিবার পোলবা থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার ওই পরিবারের বাড়িতে থানায় দেখা করার সমন দিয়ে যান। তাতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে যুবকের পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

মুহূর্তেই তাঁরা চড়াও হন ওই মহিলার বাড়িতে। চলে ভাঙচুর। লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি চার চাকা গাড়ি, একটি বাইক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পোলবা থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দেয়। এখনও সেখানে চলছে পুলিশি টহল। তদন্তও শুরু হয়ে গিয়েছে।

হাওড়াগামী কুলিক এক্সপ্রেসের ভিস্তাডোম কোচে পাথর হামলা, গ্রেপ্তার দুই জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বন্দেভারতের পর এবারে রাধিকাপুর থেকে হাওড়াগামী কুলিক এক্সপ্রেসের (নম্বর -১৩০৫৩) ভিস্তাডোম কোচে পাথর হামলা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাথর হামলায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রেল সূত্রের খবর, শুক্রবার হাওড়া থেকে রাধিকাপুর যাওয়ার পথে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ রায়গঞ্জ ও বিহার সীমান্তবর্তী ঝিটকিয়া স্টেশন পার হতেই ঐ ট্রেনের ভিস্তাডোম কোচের জানালা লক্ষ্য করে একাধিক ঢিল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। যার জেরে একটি জানালার কাঁচ ভেঙে যায়। যদিও কোনো যাত্রী আহত হননি বলে জানা গেছে। রায়গঞ্জ স্টেশনের আরপিএফ আধিকারিক বিনীত কুমার জানিয়েছেন, ঢিল ছোঁড়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল হৃদয় দাস এবং সোনু কর্মকার। তাদের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জের দাসপাড়া এলাকায়। শনিবার তাদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার জেরে আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে যাত্রী সাধারণের মধ্যে। আরপিএফ আধিকারিক জানান, এধরনের ঘটনা রুখতে আরও তৎপর হবে সুরক্ষা বাহিনী। লাগাতার অভিযান চালানো হবে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

প্রাচীন কাল থেকে কাঁকসার সিলামপুরে চলে আসছে ভেলা ভাসানো উৎসব!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: জলকে মেনে চললে ও জলের দেবতাকে খুশি রাখলেই জল থেকে গ্রামে কারোর কোনো বিপদ আসবে না। সেই বিশ্বাসের উপর ভর করে প্রাচীন কাল থেকে কাঁকসার সিলামপুরে চলে আসছে ভেলা ভাসানো উৎসব। কাঁকসার সিলামপুরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা প্রতি বছর কলা গাছ কেটে ভেলা তৈরি করে। সেটিকে সাজিয়ে পীর হজরত বরা খান শহিদের মাজারে পুজো দিয়ে সেই ভেলা জলে ভাসিয়ে গ্রামের সকলের মঙ্গলকামনা করেন সকলে। কাঁকসার সিলামপুরের বাসিন্দা খাদেম মোহর আলি খান জানিয়েছেন, কয়েক পুরুষ ধরে তাদের এই প্রথা চলে আসছে। শনিবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় পুজো।

বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত হল ফুটবল প্রতিযোগিতা

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে আয়োজিত হল 'সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ' কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এক সময়ের আতঙ্কের জঙ্গলমহল পরিবর্তনের বাংলায় পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। গামছায় ঢাকা মুখের ভীতি দূরে সরে গিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে জঙ্গলমহল। গাছ কেটে, রাস্তা কেটে পুলিশকে বয়কট করে অস্থির পরিস্থিতি গড়ে তোলা জঙ্গলমহলে এখন স্বাভাবিক ছন্দ। সেই জঙ্গলমহলে যে মাঠে একসময় মাওবাদীদের গণবিচার সভার আয়োজন করা হত সেখানে এখন কচি কাঁচাদের কলরব বর্তমান। জঙ্গলমহলের তরুণ প্রজন্মকে সঠিক দিশা দেখাতে নিরলস কাজ করে চলেছেন ঝাড়গ্রাম জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার সহ সকল পুলিশ ফোর্স। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের নির্দেশে বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে আয়োজিত হল আমন্ত্রণ মূলক 'সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ' কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। শনিবার এই ফুটবল খেলার উদ্বোধন হয়। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লবপুর ২ নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত নতুনডিহি ফুটবল মাঠে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে ব্লকের মোট ৮ টি টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিনের এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিন্হা, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধী, গোপীবল্লভপুরের সিআই মুকুল মিয়া, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নীলোৎপল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা। এর পাশাপাশি এদিনের এই গোটা অনুষ্ঠানটিকে সমগ্রভাবে সুসম্পন্ন করতে বিশেষ ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল ওসি সুদীপ পালোধিকে। ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে পেটবিন্ধি অঞ্চলের ফুটবল টিম। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের ডিএসপি (হেডকোয়াটার) প্রবীর মুখার্জি, বিশিষ্ট সমাজসেবী টিঙ্কু পাল, সহ অন্যান্য জেলা পুলিশের আধিকারিকরা।

কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু ছাত্রের, অসুস্থ ২ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: কলেজে পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলি জেলায়। রিষড়া বিধান চন্দ্র কলেজের পড়ুয়া মৃত ছাত্রের নাম রাহুল ঠাকুর। ওই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন রাহুল। শনিবার উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজে সেকেন্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন রাহুল। হঠাৎ করে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে তিনি অসুস্থ বোধ করেন। উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষের গাড়ি করে তাঁকে প্রথমে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেখান থেকে ছাত্রকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকরাও একই কথা বলেন। এরপরই ছাত্রের কলেজে খবর পাঠানো হয়। উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজে ও মৃত ছাত্রের সহপাঠীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, আর পাঁচজনের মতো পরীক্ষার হলে ঢুকেছিলেন রাহুল। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর লেখাও শুরু করেন। পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎই সে অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। তাঁকে পরীক্ষার কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর রক্তচাপ মাপা হয়, ওআরএসের জল খাওয়ানো হয়।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষার কেন্দ্রে বসে ওই ছাত্র জানান, যে তাঁর হৃদপিন্ডের সমস্যা রয়েছে। আগে একবার তাঁর বাইপাস সার্জারিও হয়েছে। তখনই তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেখানে নিয়েও যাওয়ার পর চিকিৎসক তাঁর ইসিজি করেন। তারপর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। শনিবার উত্তরপাড়া কলেজে পরীক্ষা দিতে আসা আরও দুই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদেরকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সুদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, 'রিষড়া বিধান কলেজের ছাত্র আমাদের কলেজে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পরীক্ষা চলাকালীন ছাত্রটি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ ছাত্রটিকে পরীক্ষার কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয়। তখন ছাত্রটি জানান ওঁর হার্টের সমস্যা রয়েছে। বাইপাস হয়েছিল একবার। স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ইসিজি করালে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।' অন্যদিকে বিধান চন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল রমেশ কুমার বলেন, 'উত্তরপাড়া কলেজের এক অধ্যাপক আমাকে ফোন করে জানান আমাদের কলেজের এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারপর জানতে পারলাম ছাত্রটির মৃত্যু হয়েছে। ছাত্রটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স নিয়ে পড়তেন। সেকেন্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা ছিল শনিবার। মৃত্যুটি খুব দুর্ভাগ্যজনক। কীভাবে অসুস্থ হয়েছে তা উত্তরপাড়া কলেজ বলতে পারবে। ছাত্রটির পরিবারের পাশে আমরা আছি।'

পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: খাওয়ার অযোগ্য পানীয় জল, বারবার পুরসভাকে জানিয়েও ফল হয়নি, প্রতিবাদে রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে, বেঞ্চ পেতে অবরোধ পুর নাগরিকদের। শনিবার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট পুরসভার ১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঘড়িবাড়ি, দালাল পাড়া ও কালীবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে পানীয় জলের সমস্যা। স্থানীয়দের অভিযোগ, একদিকে পানীয় জল ঠিকমতো পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, যে জল টাইম কল থেকে আসছে সেগুলো খাওয়ার অযোগ্য, পচা দুর্গন্ধ বের হয় তার থেকে। বারবার বসিরহাট পুরসভাকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে রাজ্য সড়ক ২ এর কালীবাড়ি এলাকায় কয়েকশো পুর নাগরিক রাস্তার উপরে বেঞ্চ পেতে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নামেন। বিক্ষোভকারীরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই সমস্যায় ভুগছি। এই পানীয় জল খেয়ে অনেকেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন অংশে চুলকানি ও চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে। এমনকী ডায়েরিয়াতেও আক্রান্ত হচ্ছে, এই ওয়ার্ডের বেশ কিছু মানুষ। তাই বাধ্য হয়ে আজকে আমরা রাস্তা অবরোধ শুরু করেছি। এর ফলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে যায় বসিরহাট থানার পুলিশ।।

লোকসভা ভোট এগিয়ে আনতেই সংসদের বিশেষ অধিবেশনের ডাক

দাবি নীতীশের

পাটনা, ২ সেপ্টেম্বর: লোকসভা ভোট এগিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে বলে দাবি করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক শেষে মুম্বই থেকে পাটনা ফেরার পরে নীতীশ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন শনিবার সকালে। তিনি বলেন, 'আপনাদের এই বিশেষ অধিবেশনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। আমি কিছু দিন ধরেই বলে আসছি, লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হবে। সেপ্টেম্বরে সংসদের বিশেষ অধিবেশন এই উদ্দেশ্যেই।'

আগামী ১৮-২২ সেপ্টেম্বর সংসদের পাঁচ দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। সেখানে 'এক দেশ এক ভোট', অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মতো বিল পেশ হতে পারে বলে জল্পনা। যদিও এ বিষয়ে কিছু বলেননি নীতীশ। প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবারও জেডিইউ নেতা নীতীশ অকাল লোকসভা ভোটের বার্তা দিয়েছিলেন। নালন্দায় একটি কর্মসূচিতে তিনি বলেছিলেন, 'বিজেপি ভয় পাচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ঐক্য আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে। তাই ওরা লোকসভা ভোট এগিয়ে আনতে পারে।' ঘটনাচক্রে, নীতীশের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'অকাল লোকসভা ভোটের বার্তা' দিয়েছিলেন। সোমবার মেয়ো রোডে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সভায় তিনি বলেছিলেন, 'কিছু দিন পরেই লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। সন্দেহ হচ্ছে, এরা ডিসেম্বরে না লোকসভা নির্বাচন করে দেয়! জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে। এদের কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।'

বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনা: তিন রেল আধিকারিকের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট

ভুবনেশ্বর, ২ সেপ্টেম্বর: বালেশ্বরে যে ট্রেন দুর্ঘটনা মামলায় শনিবার রেলওয়ের তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল সিবিআই। ২ জুনের এই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে, আগেই ওই তিন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত হত্যা এবং প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ করছে সিবিআই।

এদিন ভুবনেশ্বরের বিশেষ সিবিআই আদালতে এই মামলার চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। অনিচ্ছাকৃত হত্যা এবং প্রমাণ লোপাটের পাশাপাশি রেলওয়ের আইনের ১৫৩ ধারাতেও অভিযুক্ত করা হয়েছে ওই তিন রেল আধিকারিককে। চার্জশিটে সিবিআই অভিযোগ করেছে, বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে ৯৪ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট মেরামতের কাজের দায়িত্বে ছিলেন অরুণ কুমার মোহান্ত। কিন্তু, তিনি ওই গেট মেরামতে ৭৯ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেটের সার্কিট ডায়াগ্রাম ব্যবহার করেছিলেন। সিবিআই আরও বলেছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওভারহলিং এবং সংকেত ব্যবস্থা ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থাগুলির বদল, অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং নির্দেশ অনুযায়ী হয়েছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব ছিল অভিযুক্তদের। কিন্তু, তাঁরা তা করেননি।

২ জুনের ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তিনটি ট্রেন জড়িত ছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ২৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং ১,২০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিলেন। ঘটনার তদন্তে নেমে গত ৭ জুলাই সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (সিগন্যাল) অরুণ কুমার মোহান্ত, সেকশন ইঞ্জিনিয়ার আমির খান এবং টেকনিশিয়ান পাপ্পু কুমারকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তিন রেল আধিকারিকই বালেশ্বর জেলায় মোতায়েন ছিলেন। এই তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধেই চার্জশিট দাখিল করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।

জ্ঞানবাপী: আদালতের কাছে আরও ৮ সপ্তাহ সময় চাইল এএসআই

বারাণসী, ২ সেপ্টেম্বর: জ্ঞানবাপীতে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানোর জন্য আরও সময় চাইল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। শনিবার বারাণসীর জেলা আদালতে হিন্দুপক্ষের আইনজীবী জানান, এখনও সমীক্ষা শেষ হয়নি। ফলে প্রাথমিক রিপোর্টটুকুই আদালতে জমা দেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত, চার সপ্তাহের মধ্যে জ্ঞানবাপীর সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল বারাণসীর আদালত। শনিবারই এই সময়সীমা শেষ হয়েছে।

গত ৪ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালাতে পারে এএসআই। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেই বারাণসীর জেলা আদালত জানায়, চার সপ্তাহের মধ্যে সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করতে হবে। কিন্তু শনিবার হিন্দু পক্ষের আইনজীবী সুধীর ত্রিপাঠী জানান, 'চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারবে না এএসআই, কারণ মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার কাজ এখনও শেষ হয়নি।' আরও আট সপ্তাহ সময় চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট ও এলাহাবাদ হাইকোর্ট একাধিকবার জ্ঞানবাপীতে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার নির্দেশ স্থগিত করে দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদ হাই কোর্ট রায় দেয়, জ্ঞানবাপীতে এএসআই-এর সমীক্ষা চলবে। বারাণসীর জেলা আদালত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার পিছনে উপযুক্ত যুক্তি দিয়েছে। সুবিচারের স্বার্থে জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষার প্রয়োজন। ফলে খারিজ হয়ে যায় মসজিদ কর্তৃপক্ষের আরজি। তবে এই রায়ের বিরোধিতা করে মুসলিম পক্ষ শীর্ষ আদালতে আবেদন জানায়। কিন্তু হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট।

চিনের প্রকাশিত ম্যাপ বিতর্কে ভারতের পাশে দাঁড়াল রাশিয়া, তোপ চিনকে

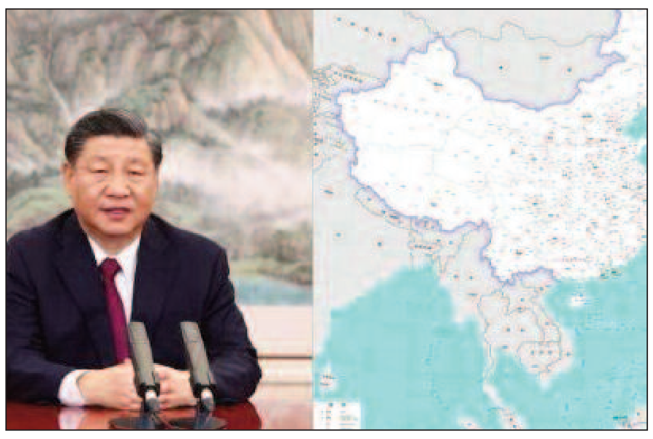

মস্কো, ২ সেপ্টেম্বর: দাবি করলেই কিছু বদলাবে না। মত ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপোভের। ফলে, চিনের নতুন ম্যাপ বিতর্কে এবার ভারতের পাশেই দাঁড়িয়েছে রাশিয়া বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। জি-২০ সম্মেলনের আবহে মস্কোর এই পদক্ষেপে চাপ বাড়ছে জিনপিং প্রশাসনের।

উল্লেখ্য, গত ২৮ অগস্ট দেশের নতুন সরকারি ম্যাপ প্রকাশ করে চিন। সেখানে অরুণাচল প্রদেশকে নিজের বলে দাবি করেছে তারা। এমনকী আকসাই চিনও নাকি তাদের, দাবি বেজিংয়ের। এরপরই জিনপিং প্রশাসনের নিন্দায় সরব হয় মোদি সরকার। চিনের এমন পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, এইরূপ ম্যাপ প্রকাশই চিনের অভ্যাস। ভারতের এমন কটাক্ষের পর পালটা আক্রমণ করে চিনের বিদেশমন্ত্রক জানায়, আমরা আমাদের ভূখণ্ডের সীমানা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আইন মেনেই নতুন ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই নিয়ে বেশি ভাবার কোনও কারণ নেই। এরপরই স্নায়ুযুদ্ধ আরও তীব্র হয়েছে দু'দেশের মধ্যে।

শুক্রবার নয়াদিল্লির এক অনুষ্ঠানে সংবাদ সংস্থার প্রশ্নের উত্তরে আলিপোভ বলেন, চিনের ম্যাপ প্রকাশে কোনও কিছুই বদলাবে না। আশা করছি আগামিদিনে ভারত ও চিন নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নেবে।

এদিন গালওয়ান সংঘর্ষ নিয়েও কথা বলেন আলিপোভ। তিনি আরও বলেন, রাশিয়া, চিন ও ভারতের মধ্যে ত্রিস্তরীয় আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২০ সালের আগে তা খুবই সক্রিয় ছিল। তবে গালওয়ান সংঘর্ষের পরে দুই পড়শি দেশের মধ্যে গোটা আলোচনা প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। তবে এই সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে বলে আমরা আশাবাদী। এই ত্রিস্তরীয় আলোচনা ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই দেশ নিজেদের মতানৈক্য দূর করতে পারবে বলেই আমরা বিশ্বাসী।

প্রসঙ্গত, চিনের ম্যাপ বিতর্কে সমর্থন বাড়ছে ভারতের। এ নিয়ে মোদি সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স ও ব্রুনেই। চিনের নতুন মানচিত্রের তীব্র বিরোধিতা করে সরব হয়েছে এই চার দেশ। এবার কমিউনিস্ট দেশের বিরুদ্ধে বন্ধু পুতিনের সমর্থন পেলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ফলে জি-২০-র মঞ্চে চিনকে কোণঠাসা করতে শক্তি বাড়ছে ভারতের।

বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য

গেহলটকে শোকজ নোটিস পাঠাল রাজস্থান হাইকোর্ট

জয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে শো কজ নোটিস পাঠাল রাজস্থান হাইকোর্ট। বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। যদিও বিতর্কের মুখে পড়ে সাফাইও দেন তিনি। তার মধ্যেই রাজস্থান হাইকোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার ভিত্তিতেই শনিবার শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে গেহলটকে।

গত বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিপজ্জনকভাবে বিচারব্যবস্থার সর্বত্র দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। আমি তো এমনও শুনেছি, আইনজীবীরাই নাকি মামলার রায় লিখে দেন। বিচারক ও বিচারপতিরা সেই রায়টাই আদালতে পড়ে শোনান।' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখে এহেন মন্তব্য শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাজস্থানের আইনজীবী মহল। কাজে ধর্মঘটের ডাক দেন তাঁরা। গেহলটের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়।

লাগাতার বিক্ষোভের মুখে পড়ে নিজের মন্তব্যের সাফাই দেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি যা বলেছি সেটা আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়। দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, প্রধান বিচারপতিরা বিচারব্যবস্থা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই প্রশ্ন তোলার নানা কারণও রয়েছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিচারব্যবস্থায় প্রতি আস্থা রাখি।'

তবে মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই দেওয়ার আগেই রাজস্থান হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আদালত অবমাননার অভিযোগও আনা হয় গেহলটের বিরুদ্ধে। শনিবার এই মামলার শুনানির পরেই মুখ্যমন্ত্রীকে শোকজের নোটিস পাঠায় আদালত। তিন সপ্তাহের মধ্যে গেহলটের জবাব তলব করা হয়েছে। আগামী ৩ অক্টোবর এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছে দুই বিচাপতির বেঞ্চ।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিঙ্গাপুরের নতুন প্রেসিডেন্ট, শুভেচ্ছা জানালেন মোদি

সিঙ্গাপুর, ২ সেপ্টেম্বর: গত বছরের অক্টোবরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাক। এবার ফের আরেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পদে কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত নির্বাচিত হলেন। তিনি থারমান শানমুগারাতনাম। সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তিনি। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এক্স হ্যান্ডলে তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় থারমান শানমুগারাতনামকে হার্দিক অভিনন্দন। ভারত-সিঙ্গাপুর কৌশলী অংশীদারিত্বকে মজবুত করতে ওঁর সঙ্গে কাজ করার দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

প্রসঙ্গত, ৭০.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে সিঙ্গাপুরের নবম প্রেসিডেন্ট হয়েছেন থারমান। ৬৬ বছর বয়সি এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত একাধারে রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ। আগামী ৬ বছর তিনি এই দায়িত্বে থাকবেন। ভারতের মতোই সিঙ্গাপুরেও প্রেসিডেন্ট পদটি মূলত আলঙ্কারিক। আর সেই কারণেই দ্বীপরাষ্ট্রটির শাসক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। প্রাথমিক ভাবে তিনি সেই দল পিএপিরই সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর ও তাঁর বাবার জন্ম সিঙ্গাপুরেই। যদিও তাঁদের শিকড় ভারতে।

মণিপুরে লাগাতার পথ অবরোধের জেরে বিপর্যস্ত ওষুধ-খাদ্য পরিষেবা

অবিলম্বে পদক্ষেপের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর: হিংসা কবলিত এলাকাগুলিতে খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য কেন্দ্র এবং মণিপুর সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শনিবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চ অবিলম্বে এ বিষয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে।

জনজাতি সংগঠনগুলির লাগাতার পথ অবরোধের জেরে মেইতেই অধ্যুষিত ইম্ফল উপত্যকায় খাদ্য, ওষুধ-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে কেন্দ্রীয় এবং মণিপুর রাজ্য সরকারকে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলিতে খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মৌলিক সরবরাহগুলি বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।' পাশাপাশি, মণিপুরের জনসংখ্যার কোনও অংশ অবরোধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে কেন্দ্র এবং মণিপুর সরকারের আইনজীবী হিসাবে শুনানিতে অংশ নেওয়া পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে।

প্রসঙ্গত, কট্টরপন্থী জনজাতি সংগঠন 'কুকি-জো ডিফেন্স' ফোর্স গত ২৬ অগস্ট থেকে অনির্দিষ্ট কালের পথ অবরোধ শুরু করেছে। এর ফলে জনজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলি পেরিয়ে ভিনরাজ্য থেকে রাজধানী ইম্ফলে পণ্যবাহী গাড়ি ঢুকতে বাধার মুখে পড়ছে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, গত মাসে কুকি-জো জনজাতি গোষ্ঠীর মহিলারা দিল্লিতে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার গোষ্ঠীহিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছে, তা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ঠিক ভাবে বণ্টন করছে না মেইতেই প্রভাবিত মণিপুর সরকার।

এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষভাবে হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ তদারকির জন্য জনজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলির জন্য পৃথক প্রশাসন প্রয়োজন বলে দাবি করেছিলেন তাঁরা। মণিপুরের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জনজাতি অধ্যুষিত পাহাড়ের জেলাগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহণে সহযোগিতা করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলির তরফে অনির্দিষ্টকালের জন্য পথ অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

এলন মাস্কের কন্যা রূপান্তরকামী, প্রকাশ পেল তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইয়ে

ওয়াশিংটন, ২ সেপ্টেম্বর: 'আমি একজন রূপান্তরকামী। আমার বাবাকে বলো না।' ধনকুবের এলন মাস্কের মেয়ে এমন অনুরোধই করেছিলেন তাঁর কাকিমাকে। মাস্কের সঙ্গে এই মুহূর্তে সম্পর্ক নেই তাঁর সন্তানের। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত বই 'এলন মাস্ক'-এ একথা বিস্তারিত বলা হয়েছে। ধনকুবেরের সন্তান জেভিয়ার আলেকজান্ডার মাস্ক ২০২১ সালের জুন মাসে আবেদন করেন তাঁর নাম বদলের। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, তাঁর 'বায়োলজিক্যাল' বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন তিনি। মাস্কের যোড়শী কন্যা ভিভিয়ান জেন্না উইলসন তাঁর কাকিমাকে বলেছিলেন, তিনি লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ হতে চান। সেই সঙ্গে এও বলেছিলেন, কোনওভাবেই যেন মাস্ক যেন তা জানতে না পারেন। এদিকে মাস্ক ওই বইয়েই জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে একজন বামপন্থী। এবং এর পিছনে রয়েছে মেয়ের স্কুল। মূলত ওই স্কুলের প্রভাবেই সন্তানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর আরও দাবি, ওই স্কুলই তাঁর একদা কন্যার 'ব্রেনওয়াশ' করে বুঝিয়েছিল ধনী মাত্রেই খারাপ মানুষ। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, স্কুল বা অন্য কোনও ফ্যাক্টর নয়।

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha municipality invites e tender vide memo no. **WBMAD/ CM/ UHWC/ NIT-9(1ST)/23-24 & Tender id.2023_MAD_562546_1** for renovation of health center. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-30/EE/2023-24** for **"Supplying and delivery of LED Street Light with high power LED, Swaged Steel Tubular pole and Projected lamp bracket for Krishnanagar Municipality"**The intending Bidders are requested to visit the website:**https://wbtenders.gov.in** for details.Tender id: **2023_MAD_562551_1.**

Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-31/2023-24** for **"Supply of Type D Ambulance AC PS ABS BSVI 3350 Wheel base along with medical equipment".** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details.Tender id: **2023_MAD_562614_1**.

Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

অনুমোদন পেল থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাভিসিনের নতুন মন্ত্রিসভা

ব্যাংকক, ২ সেপ্টেম্বর: কয়েক মাসের রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটাতে থাইল্যান্ডের রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভায় যে ৩৪ মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেটির অনুমোদন করেছেন। শনিবার রয়্যাল গেজেটের বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন দেশ পরিচালনার জন্য একটি যোগ্য মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। তাই রাজা নতুন মন্ত্রিসভার অনুমোদন দিয়েছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক যুত্তাপর্ণ ইসারাচাই বলেছেন, রাজকীয় অনুমোদন এই ইঙ্গিত দেয় যে, দেশটি নতুন সরকার পাওয়ার এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

কয়েকমাসের রাজনৈতিক অচলাবস্থার পর সম্প্রতি থাই পার্লামেন্ট প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্রেথা থাভিসিনকে নির্বাচিত করে। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা প্রতিষ্ঠিত ফিউ থাই পার্টি থেকে নির্বাচিত হন। গত ১৪ মে'র নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন পায় ফিউ থাই পার্টি। প্রগতিশীল মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি (এমএমপি) সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েও সামরিক জান্তার নিয়োগ দেওয়া সিনেটরদের বাধার মুখে পড়ে। তাই ফিউ থাই পার্টি ও এমএমপি জোট করে যে সরকার গঠন করতে চেয়েছিল তা ব্যর্থ হয়।

৩৭৪ জনেরও বেশি আইনপ্রণেতা পার্লামেন্টে স্রেথা থাভিসিনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আর প্রধানমন্ত্রী হতে তার ৩৭৪টি ভোটই প্রয়োজন ছিল। পার্লামেন্টে উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন এই বিজনেস টাইকুন। ফেউ থাই পার্টি থেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ছিলেন থাভিসিন। এর মাধ্যমে থাইল্যান্ডের ৩০তম প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি।

ছত্তিশগড়ে রাখির দিনে ২ বোনকে গণধর্ষণ

অভিযুক্ত বিজেপি নেতার ছেলে-সহ ১০

রায়পুর, ২ সেপ্টেম্বর: একদিকে ইসরোর ৫০ জন মহিলা বিজ্ঞানীর সাফল্যে গর্বিত দেশ, আরেক দিকে মেয়েদের উপর সংঘটিত অপরাধ অব্যাহত। ছত্তিশগড় রাখিবন্ধন সেরে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিল দুই বোন। পথ আটকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হল তাদের। অভিযুক্ত ১০ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতার ছেলেও। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আশঙ্কাজনক দুই নির্যাতিতাকে। ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ছত্তিশগড়ের রায়পুরের। নির্যাতিতাদের এক জনের বয়স ১৯, অন্য জন নাবালিকা (১৬)। তরুণীদের সঙ্গে ছিলেন এক যুবক। তাঁকে বেধড়ক মারধর করে রাইপুরের রিমস মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে দুই বোনকে তুলে নিয়ে যান অভিযুক্তেরা। এর পর একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দুই তরুণীকে ধর্ষণ করে তাঁরা।

e-Tender Notice

Chairperson Board of Councillors. Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain & sidewall in Ward No-18, 19, 09, 06,12,16 & 20, Construction of Bituminous Road in Ward No- 11 within Dankuni Municipality and Purchase of Electrical Materials/Appliances (8 Nos. Tender under UD&MA Dept. & 1 others) for **E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-104/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-105/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-106/2023-24 (2nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-107/2023-24 (2nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-108/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-109/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-110/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-111/2023-24 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-112/2023-24.** Bid Submission closing date (Online)- **11/09/2023 & 19/09/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

আজ বদলা আর কাপ

ডার্বিতে দুইই চাই ফেরান্দোর!

নিজস্ব প্রতিনিধি: অপরাজিত থেকে কোনও টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার আনন্দই আলাদা। সেই আনন্দের মাত্রা আরও বাড়ে, যখন মুঠোয় আসে খেতাব। এ বারের ডুরান্ড কাপে অপরাজিত থেকে ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। কার্লেস কুয়াদ্রাতের লাল-হলুদের বিরুদ্ধে একমাত্র ম্যাচ হেরে ফাইনালে উঠেছে মোহনবাগান। মরসুমের প্রথম ডার্বিতে হারের ক্ষত থেকে এখনও রক্ত ঝরছে সবুজ-মেরুন শিবিরে। হাতে গরম বদলা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে রবিবার। ডার্বি আর ডুরান্ড জয়; দুটো কাজই সেরে ফেলতে চাইছে মোহনবাগান। টানা আট বার ডার্বি জিতেছিল সবুজ-মেরুন শিবির। সেই আগ্রাসী জয়ে থাবা বসিয়েছে লাল-হলুদ। ডুরান্ড কাপের ফাইনাল তাই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের বদলার ম্যাচ হতে চলেছে। কার্লেস কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে বদলেছে ইস্টবেঙ্গল। এ দিকে মরসুমের প্রথম ম্যাচের সঙ্গে ভবিষ্যতের ম্যাচের মিল খুঁজতে নারাজ মোহনবাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দো। ফাইনালের আগে একাধিক প্লেয়ারকে নিয়ে চিন্তিত ফেরান্দো। প্রেস কনফারেন্সে কী বললেন সবুজ-মেরুন কোচ?

ডার্বিকে প্রি সিশন হিসেবে দেখছেন মোহনবাগান কোচ। তাঁর কথায়, 'এই টুর্নামেন্টে আমরা ভালো খেলছি। মুম্বই সিটি এফসিকে হারিয়েছি। আমরা ম্যাচ জিততে চাই। ফাইলা জিতলেই ট্রফি জিতব। দল ৫০ু তৈরি। এত ঘনঘন ম্যাচ যে, কোনও ট্রেনিং করার সুযোগ পাইনি। ম্যাচ খেলেছি, রিকভারি করেছি। ইচ্ছে রয়েছে ম্যাচের শেষে আবার ট্রেনিং করব। তবে কোনও ম্যাচ নয়।' মরসুমের প্রথম ডার্বির সঙ্গে রবিবারের ম্যাচের মিল খুঁজতে চান না মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ। তাঁর মতে, 'অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের কোনও মিল নেই। নতুন ম্যাচ। মাচিন্দ্রা ম্যাচে চাপ ছিল। তবে আমরা ফাইনালে উঠেছি। আগের বারের ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের সঙ্গে এ বারের ইস্টবেঙ্গলের কিন্তু কোনও মিল নেই।'

দুই দলই চায় ট্রফি জিততে। আর সেটাই স্বাভাবিক। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ফেরান্দো বলেন, '১০ দিনে ৪ ম্যাচ খেলেছি। যদিও এটা কোনও অজুহাত নয়। প্লেয়াররা পরিশ্রম করছে। আমরা আগামিকাল ট্রফি জিততে চাই। ওরা ডুরান্ড কাপে একটাও ম্যাচ হারেনি। ওদের কোচ তাই চাইবে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে।

ফাইনাল শুধু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ নয়, খেতাব জয়ের তীব্র লড়াইটাও থাকবে।' প্রথম একদশ নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন ফেরান্দো। বলেন, 'আমি এখনও নিশ্চিত নই, টিম কী ভাবে সাজাব। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। আমি খুশি। মুম্বই, গোয়াকে হারিয়েছি। আমাদের উন্নতির সুযোগ রয়েছে। সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে ফোকাস একটাই, ট্রফিটা জিততে চাই।' প্রেস কনফারেন্সে বাগান কোচের পাশে থাকা সবুজ-মেরুন ফুটবলার হেক্টর ইউস্তে বলেন, 'ডার্বির ব্যাপারে শুনেছি। সবাই মুখিয়ে এই ম্যাচের জন্য। শারীরিক ভাবে হয়তো আমরা ১০০ু ফিট নই। মানসিক ভাবে প্রস্তুত। পরপর ম্যাচ। আমাদের কিছু করারও নেই।' খেতাব জয়ের স্বপ্নে মিশেছে বদলার গন্ধ। মাঠের বাইরে কর্তারাও ফুটছেন। তেতে উঠেছে ময়দান। ডার্বি বলে কথা, তাও আবার ডুরান্ড ফাইনালে। উত্তাপ থাকবে না, হয় নাকি!

দুর্বলতার কথা স্বীকার করছেন

বাড়তি গুরুত্ব বাগানকে-ডার্বির আগে সতর্ক ইস্টবেঙ্গল কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার মরশুমের দ্বিতীয় ডার্বি। এবার এই ডার্বি ঘিরে উত্তেজনাটাই আলাদা। এবার আর এক তরফা ম্যাচের বিষয় নেই। ডুরান্ডের গ্রুপ লিগের ডার্বিতে মোহনবাগানকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গলও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। ডুরান্ড ফাইনালে লড়াইটা হবে তাই সেয়ানে সেয়ানে। এই লড়াইটা দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের। লড়াইটা একে অপরকে পিছনে ফেলে নিজেদের জয়ধ্বজা ওড়ানোর। লড়াইটা বদলারও।

হাইভোল্টেজ এই ডার্বির আগে ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত অবশ্য সতর্ক। আবেগে না ভেসে তিনি প্রতিটা পা হিসেব কষে ফেলতে চান। গ্রুপ লিগে যে ভাবে ছক কষে বাগানকে হারিয়েছিলেন, সেই ভাবেই এবারও সমীকরণটা কষতে চান কুয়াদ্রাত। গ্রুপ লিগের ডার্বিতে মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো সে ভাবে সম্ভবত পাত্তাই দেননি ইস্টবেঙ্গলকে। যার ফল মোহনবাগানকে হাতেনাতে পেতে হয়েছে। কিন্তু ফাইনালের ডার্বিতে আর ইস্টবেঙ্গলকে গুরুত্ব না দেওয়ার ভুল করবেন না ফেরান্দো। তাই লাল-হলুদের লড়াইটাও কিন্তু সহজ হবে না।

আর এই কথাটা ভালো ভাবেই মাথায় রেখেছেন কুয়াদ্রাত। তিনি তাই বলেও দিয়েছেন, 'ওরা (মোহনবাগান) এএফসি কাপ খেলছে। নেপাল, বাংলাদেশ এমন কী ভারতের চ্যাম্পিয়ন দলকে হারিয়েছে। মুম্বই এফসিকেও হারিয়েছে। বাগানও নিশ্চিত ভাবে ফাইনালের জন্য তৈরি হচ্ছে। ডার্বি ফাইনাল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মোহনবাগান পর পর দু'টো ডার্বি হারতে চাইবে না। আমাদের প্রথম মিনিট থেকেই সতর্ক থাকতে হবে।'

ম্যাচ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুয়াদ্রাত বলেছেন, '৯০ মিনিট খেলতে হবে। তার পর টাইব্রেকার। কেউই পেনাল্টিতে যেতে চাইব না। ওরা নির্ধারিত সময়ে খেলা শেষ করতে চাইবে। আমরাও তাই-ই চাই। এটা পরিষ্কার যে, আমাদের জেতাই মূল লক্ষ্য। টিমে অনেক নতুন প্লেয়ার। কঠিন সময় পেরিয়ে ফাইনালে উঠেছি। এ বার মরশুমের প্রথম ট্রফি জিততেই হবে।' ডুরান্ড ফাইনালে আবহাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, লাল-হলুদ কোচ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আবহাওয়ার দু'টো দলের জন্য একই রকম থাকবে। আমরা এখানে প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলেছি। সমস্যা হবে না। এই পরিবেশে খেলার অভ্যেস ফুটবলারদের আছে।' তবে দলের যে এখনও বহু জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন সে কথা মেনে নিয়েছেন কুয়াদ্রাত। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু খুব খারাপ খেলেছে। ভাগ্য সঙ্গে দিয়েছে বলে, লাল-হলুদ কোনও মতে জিতেছে। তবে ম্যাচে পুরোটাই দারুণ খেলেছিল নর্থইস্টই। যে কারণে সম্ভবত কুয়াদ্রাত বলছিলেন, 'এখনও অনেক জায়গায় উন্নতি করতে হবে। একটা প্রজেক্ট সবে শুরু হয়েছে। সময় লাগবে সব ঠিক করতে। ক্লেটন এখনও প্রথম একাদশে শুরু করতে পারেনি।' চোট নিয়ে এখনও চিন্তায় স্প্যানিশ কোচ। ক্লেটন, শৌভিক, পারদোকে নিয়ে দ্বিধায় কুয়াদ্রাত। তিনি বলেছেন, 'ক্লেটন, পারদো পুরো ফিট নয়। এ সবের বাইরে গিয়ে বলতে পারি, আমরা মানসিক ভাবে তৈরি। সেটাই আসল বিষয়।' কুয়াদ্রাতের পাশে বসে ইস্টবেঙ্গলের তারকা বোরহা বলেন, 'আমরা ডার্বি জিততে চাই। ফাইনাল জিততে চাই। দু'টো দলই জিততে চাইবে। দুটো টিমের কাছেই গুরত্বপূর্ণ একটা ফাইনাল।' লাল-হলুদ জার্সির সঙ্গে স্পেনের বিরাট মিল। এই নিয়ে প্রশ্ন করতেই বোরহা হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ অনেকটাই দেশের জার্সির মতো। তবে লোগোটাই যা আলাদা।'

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত-পাক দ্বৈরথ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবহাওয়া পূর্বাভাস ছিলই যে বৃষ্টিতে ভাসবে ক্যান্ডিতে এশিয়া কাপে ভারত-পাক দ্বৈরথ। হলও তাই। ভারতীয় দল ব্যাটিংয়ের পর পাকিস্তান ব্যাট করতে নামার আগেই ম্যাচ ভেস্তে গেল বৃষ্টিতে। ভারতীয় দল যখন ব্যাট করেছে তখনও বারবার এই বৃষ্টির জন্যই ছন্দপতন ঘটে ম্যাচের। ভারতের পরবর্তী ম্যাচ নেপালের সঙ্গে।

তবে এদিন যে খেলা ভারতের দেখা গেছে তাতে মন ভরেনি বারতীয় সমর্থকদের। শনিবার ৪৮.৫ ওভারে ২৬৬ রানে অলআউট হয় ভারত। ইশান কিষাণের ৮২ ও হার্দিক পান্ডিয়ার ৮৭ রানের দৌলতে স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো পুঁজি তোলে ভারত। ক্যান্ডির ভিজে আবহাওয়ার সুবিধে পুরো তোলে পাক পেসাররা। আর তার নিট ফল, পাকিস্তানের পেসারদের দখলে যায় সবকটি উইকেট। শাহিন ঝুলিতে জমা পড়ে ৪ উইকেট। পাশাপাশি নাসিম শাহের দখলে ৩ এবং হ্যারিস রউফের দখলেও যায় ৩ উইকেট।

এদিন টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তবে শুরুতেই কিন্তু মোটেই সুবিদা করতে পারেনি ভারতের ব্যাটসম্যানেরা।পাক পেসারদের সামনে বড়ই নড়বড়ে লাগছিল তাঁদের। শাহিন আফ্রিদিকে খেলতে ভারত অধিনায়ক একটু সমস্যাতেই পড়ছিলেন যেন। পঞ্চম ওভারে একটা আউটসুইং ডেলিভারির পরের বলই ইনস্যুইং করে ভিতরে ঢোকাতেই অফস্টাম্প ছিটকে যায় রোহিতের। রোহিতের নামের পাশে তখন মাত্র ১১ রান। এরপর আরও এক বড় ধাক্কা অপেক্ষা করছিল ভারতীয় টিমের জন্য। বিরাট কোহলিকেও ফেরালেন শাহিন আফ্রিদি। ৭ বলে ৪ রান করে আউট হন কোহলি।

এরপর মাঠে আসেন শ্রেয়স আইয়ার। চোট সারিয়ে এশিয়া কাপে প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয়সের দিকে তাকিয়ে তখন ভারতীয় সমর্থকরা।তবে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে হতাশ-ই করলেন শ্রেয়স। অবদান বলতে ৯ বলে ১৪ রান। রউফের বলে ফখর জামানের হাতে ক্যাচ দিয়ে ড্রেসিং রুমের

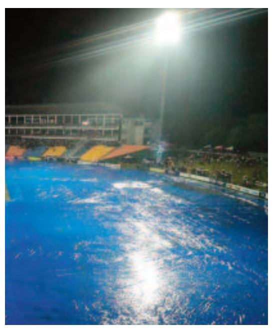

দিকে হাঁটা দেন তিনি। দলীয় ৫০ রানে আগেই তিনটি উইকেট হারায় ভারত। ১১.২ ওভারে ভারতের স্কোর যখন ৫১-৩ তখনই ফের ঝেঁপে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি বিরতির পর ম্যাচ শুরু সময় ক্রিজে শুভমন গিল এবং ঈশান কিষাণ। শুভমনও অগ্রজদের পথই অনুসরণ করে ৩২ বলে ১০ রান করে আউট হন হ্যারিস রউফের বলে। তখন স্কোরবোর্ড দেখে ভারতীয় সমর্থকদের কপালে ভাঁজ। কারণ, ১৬.৩ ওভারে ৭১ রান তুলতে গিয়ে ৪ উইকেট খুইয়ে বসেছে ভারত।

এরপর ভারতের ইনিংসের হাল ধরতে দেখা যায় ইশান কিশান আর হার্দিক পাণ্ড্যিয়াকে। চাপের মুখে অনবদ্য এক ইনিংস খেললেন ঈশান কিষাণ। মাত্র ৫৪ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। এদিকে ৬২ বলে অর্ধশতরান হার্দিক পান্ডিয়ার। হার্দিক-ঈশান জুটিতে পঞ্চম উইকেটে যোগ হয় ১১১ বলে ওঠে ১০০ রান। এদিকে হার্দিক এবং কিশানের দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার এই চেষ্টার জেরে ৩৪ ওভারে ভারতের স্কোর গিয়ে দাঁড়ায় ১৭৮-এ। এরপর দুজনের যুগলবন্দিতে ভারত ২০০ রানের রান পার করে। তবে ৮২ রানে ফিরতে হয় ঈশান কিষাণকে আর ৯০ বলে ৮৭ রানের ইনিংস খেলে ফেরেন হার্দিক। তাঁর ৮৭রানের ইনিংসে রয়েছে ৭টি চার ও ১টি ছয়। হার্দিক প্যাভিলিয়নে ফেরার সময় ৪৩.২ ওভারে ভারতের রান ২৪২।

অবশেষে ভারতের ইনিংস শেষ হয় ২৬৬ রানে। ইশান কিষাণের ৮২ ও হার্দিক পান্ডিয়ার ৮৭ রানের দৌলতে স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো পুঁজি নিয়ে পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ জানায় ভারত। এরপরই শুরু হয় বৃষ্টি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেন বাদ শামি? ক্ষুব্ধ সমর্থকদের প্রশ্নে বিদ্ধ রোহিতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপের জন্য যে ভারতীয় দল শ্রীলঙ্কায় গিয়েছে, সেই দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পেসার তিনি। দেশের হয়ে ৯০টি ওয়ানডেতে ১৬২ উইকেটের মালিক তিনি। বল হাতে যে খুব খারাপ ফর্মে রয়েছেন, তেমনটা নয়। তাই এশিয়া কাপের আগে অনেকেই ধরে নিচ্ছিলেন ভারতীয় দলে মহম্মদ শামি 'অটোমেটিক চয়েস'।

কিন্তু এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ভারত-পাক মহারণে দেখা গেল সেই মহম্মদ শামিই দলের বাইরে। প্রথম একাদশে তাঁর জায়গায় ঢুকে পড়েছেন মহম্মদ সিরাজ এবং শার্দূল ঠাকুর। এমনিতে পাল্লেকেল্লের পিচ সাধারণত স্পিন সহায়ক হয়। সেক্ষেত্রে দুই জেনুইন পেসার, এবং ৩ স্পিনার নিয়ে খেলার একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রোহিতরা সে পথে হাঁটেননি। ৩ পেসারেই খেলছে ভারত। অথচ ৩ পেসারের মধ্যে নাম নেই মহম্মদ শামির।

স্বাভাবিকভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শামিকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ হেন হাই ভোল্টেজ ম্যাচে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পেসারকে বসানো নিয়ে রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড়-সহ টিম ম্যানেজমেন্টকে তুলোধোনা করছেন সমর্থকরা। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের প্রশ্ন, মহম্মদ শামির জায়গায় শার্দূল ঠাকুর কেন? বিশেষ

করে আকাশে যখন মেঘ, বল যখন সুইং হওয়ার সমুহ সম্ভাবনা, সেখানে শামিকে বসিয়ে রাখা কতটা যুক্তিযুক্ত। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সম্ভবত শার্দূলকে বোলিং অল-রাউন্ডার হিসাবে দেখছে। এশিয়া কাপ খেলতে উড়ে যাওয়ার আগেই অধিনায়ক রোহিত জানিয়েছিলেন, ৮ নম্বরে এমন কাউকে ভাবা হচ্ছে যে ব্যাটটা করে দিতে পারবে।

সম্ভবত সেকারণেই শামির বদলে খেলানো হয়েছে শার্দূলকে। আর এই মুহূর্তে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সিরাজকেও বসাতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই বসতে হয়েছে শামিকেই।

'বাকিদের কাছে বার্তা গেল', প্রথম ২ সেটে হেরেও ইউএস ওপেনে জয়, হুংকার জকোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের চূড়ান্ত খারাপ দিনেও যে জিততে পারেন, আবারও সেই প্রমাণ দিলেন নোভাক জকোভিচ। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে স্বদেশীয় লাসলো জেরের বিরুদ্ধে প্রথম দুই সেটে হেরে গিয়েও প্রত্যাবর্তন করেন সার্বিয়ান তারকা। ৪-৬, ৪-৬, ৬-১, ৬-১, ৬-৩ ব্যবধানে জিতে নিজের পতন রুখে দেন। সেটা না হলে ২০০৬ সালের পর ফ্লাশিং মেডো থেকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছিটকে যেতেন বিশ্বের দু'নম্বর তারকা। সেটা অবশ্য হয়নি। বরং প্রথম দুটি সেটের হারের পরেও জয়ের রেকর্ড আরও ভালো করলেন। দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রথম দুটি সেটে হারের পর এই নিয়ে অষ্টমবার ম্যাচ জিতলেন জকোভিচ। সেইসঙ্গে পাঁচ সেটে ম্যাচে জয়ের পরিসংখ্যান দাঁড়াল ৩৮-১১।

জকোভিচ বলেন, 'বাকি খেলোয়াড়দের একটি বার্তা গেল যে আমি এখনও পাঁচ সেটের ম্যাচ খেলতে পারি। গভীর রাতে গিয়েও খেলতে পারি। দুই সেট হেরে পিছিয়ে পড়ার পরও ম্যাচ জিতলে ভবিষ্যতের প্রতিপক্ষের কাছে একটা বার্তা যায়।' সেইসঙ্গে সার্বিয়ান তারকা বলেন, 'তবে সত্যি কথা বলতে আমি এরকম জায়গায় থাকতে চাইনি। আমি স্ট্রেট সেটে জয় পছন্দ করি। তাই আশা করছি যে আগামী ম্যাচে আমি ছন্দে ফিরে

আসব।' আগামী ম্যাচে ২৫ বছরের ক্রোয়েশিয়ান কোয়ালিফায়ারের বিরুদ্ধে জকোভিচ ছন্দে ফিরবেন কিনা, সেটা সময় বলবে। কিন্তু তৃতীয় রাউন্ডে স্বদেশীয় খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রথম দুই সেটে জকোভিচের পেশাদার টেনিস কেরিয়ারের অন্যতম খারাপ দিন কাটে। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে জকোভিচের নড়াচড়া দেখে একেবারেই জকোভিচ-সুলভ মনে হচ্ছিল না। বলের নিয়ন্ত্রণও ঠিক রাখতে পারছিলেন না। লম্বা র্যাএলিতেও দাপট দেখাতে পারছিলেন না। প্রথম দুটি সেটে ৪৪ টি পাঁচ বা তার বেশি স্ট্রোকের র্যারলিতে ২৮ পয়েন্ট হারান জকোভিচ। সবকিছু যেন তাঁর বিপক্ষে যাচ্ছিল।

আর এরকম অবস্থায় জকোভিচ সাধারণত যেটা করে থাকেন, আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামেও ঠিক সেটাই করেন। তৃতীয় সেট শুরু হওয়ার আগে লকার রুমে গিয়ে পোশাক বদলে আসেন। আর তারপর অধিকাংশ সময় যেমন হয়, এবারও ঠিক সেটাই হয়। একেবারে অন্য জকোভিচ যেন কোর্টে নামেন। তৃতীয় সেট থেকে ঘুরে দাঁড়ান জকোভিচ।

তারপর আর স্বদেশীয়কে কোনও সুযোগ দেননি বিশ্বের দুই নম্বর তারকা। ৪-৬, ৪-৬, ৬-১, ৬-১. ৬-৩ ব্যবধানে জিতে নিউ ইয়র্কে গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখেন। আর তৃতীয় সেটের আগে সেই পোশাক পরিবর্তনের পরে কীভাবে একেবারে অন্য প্লেয়ার হয়ে গেলেন, ম্যাচের পর সেই ব্যাখ্যাও দেন জকোভিচ। তিনি বলেন, 'আয়নায় দেখে পেপটক দিই নিজেকে। আমি নিজের দিকে হাসতে থাকি। কারণ আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম। নিজের লড়াইয়ের ক্ষমতা তুলে ধরতে নিজেকে বাধ্য করি আমি।'

ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে সেরার লক্ষ্যে নীরজ, বিদেশে প্রস্তুতি শিবিরের আয়োজন কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে উঠেছেন ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া। সেই টুর্নামেন্টেও যেন নিজের সেরা পারফরম্যান্স করতে পারেন নীরজ, সেই জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করল কেন্দ্র সরকার। সুইৎজারল্যান্ডের এই অনুশীলন শিবিরে নীরজ ছাড়াও অংশ নেবেন আরও বেশ কয়েকজন অ্যাথলিট। প্রায় ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই শিবির আয়োজনের জন্য। প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে খেলতে নামবেন নীরজ।

জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকেই শুরু হয়েছে এই প্রস্তুতি শিবির। সেখানেই যোগ দেবেন নীরজ চোপড়াও। প্রথমে এই শিবিরের তালিকায় ছিল না অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রো সোনাজয়ীর নাম। পরে তাঁকে এই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সদ্যসমাপ্ত জুরিখের ডায়মন্ড লিগে সামান্য ব্যবধানে দ্বিতীয় হন নীরজ। ফাইনালের আগে নিজেকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলতে চাইবেন ভারতীয় তারকা। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই শিবিরেই অনুশীলন করবেন বিশ্ব অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাজয়ী। কেন্দ্র সরকারের মিশন অলিম্পিক সেলের আয়োজিত এই শিবিরে অংশ নেবেন দৌড়বিদ পারুল চৌধুরিও।

সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। ৩ হাজার মিটার স্টিপলচেজে পদক না পেলেও জিতে নিয়েছেন ২০২৪ সালের অলিম্পিকের টিকিট। জাতীয় রেকর্ডও গড়েছেন উত্তরপ্রদেশের এই অ্যাথলিট। আগামী দিনে তিনি যেন আরও ভাল পারফর্ম করতে পারেন সেই জন্যই এই বিশেষ শিবিরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পারুলের নাম।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**